হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, September 2015

''ইসলামে একপ্রকার ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষে মানুষে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ নয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য আছে ঘৃণা এবং শত্রুতা।''

— ডঃ বি. আর. আম্বেদকর

১৯৪৬ এর হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীকে স্মরণ করল হিন্দু সংহতি

গোপাল মুখার্জী স্মরণে হিন্দু সংহতির পদযাত্রায় সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গত ১৬ই আগষ্ট কলকাতার রাজপথে হিন্দু যুবশক্তির ঢল নামল। মাথায় তাদের গেরুয়া ফেট্টি, চোখে দৃঢ় সঙ্কল্প। পনের হাজার হিন্দু যুবকের পদধ্বনিতে কেঁপে উঠল কলকাতা। ''হিন্দুর স্বার্থে হিন্দু সংহতি লড়ছে লড়বে''-গর্জনে একই সাথে কেঁপে গেল বিচ্ছিন্নতাবাদী ইসলামিক জেহাদীদের বুক। ১৯৪৬সালে এই কলকাতার মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। সে দিন হিন্দুরা ছিল অপ্রস্তুত। তবুও সীমিত শক্তি নিয়ে হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জী সেদিন মুসলিম লীগের গুন্ডাদের ধূলোর স্বাদ চাখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ ২০১৫ সাল। এই পদযাত্রা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মনে করিয়ে দিল যে গঙ্গা দিয়ে ইতিমধ্যে বহু জল গড়িয়ে গেছে। সেদিন যে চ্যালেঞ্জের সামনে হিন্দুরা মাথা নত করেছিল, আজ তার মোকাবিলা করার জন্য হাজার হাজার গোপাল মুখার্জী তৈরী আছে বাংলার শহর থেকে গ্রামে। তারা বাংলার মাটিকে রক্ষা করতে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত।

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে এই বিশাল মিছিল পৌঁছে গেল শ্যামবাজার পাঁচ মাথায়। সেখানে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখলেন ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি শ্রী এস এস রাজপুত, সুদর্শন টিভি চ্যানেলের সি.ই.ও শ্রী সুরেশ চৌহানকে, সংহতির সহ সভাপতি এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় এবং সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ প্রথমেই সকলকেই গৈরিক অভিনন্দন জানান। প্রথমে তিনি হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীকে মহাপুরুষ আখ্যা দেন। তিনি উপস্থিত হিন্দুদেরকে বলেন, বামপন্থী বুদ্ধিজীবিরা যারা গোপাল মুখার্জীকে গুণ্ডা আখ্যা দিয়েছিলেন, যে জ্যোতি বসু সোহরাবর্দীর সঙ্গে একমঞ্চে বসে হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাদের তিনি ধিক্কার জানান। তিনি বলেন যে কলকাতাও ইসলামিক মৌলবাদীদের কবলে চলে গেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গত ৩রা আগস্ট রাজাবাজারে মুসলিমদের তাণ্ডবের কথা বলেন। তারা শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর ভাংচুর করে, শিশির মার্কেট ভাংচুর করে, ৪ টি সরকারি বাস, একটি ট্রামে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়, পুলিশ-এর কিয়স্ক ভাঙচুর করলেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

তিনি এই ঘটনাটিকে ট্রেলার আখ্যা দিয়ে বলেন, পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য হিন্দুরা যেন প্রস্তুত থাকে। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন,''এটা আর একটি ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে-র মহড়া মাত্র''। এবং তিনি বামপন্থীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ডাক দেন।

অনুষ্ঠানের শেষে হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকরা জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট-এর পতাকা, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা, মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও ১৯৪৬ এর হিন্দুহত্যাকারী হোসেন শাহ সুরাবর্দীর ছবি পোড়ানো হয়। অনেক সমর্থককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলন্ত ছবিগুলোকে জুতোপেটা করতে দেখা যায়।

সুরেষ চৌহানকে পশ্চিমবাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলেন, ''কলকাতায় এলে আমার মনে হয় আমি যেন পাকিস্তানের কোন শহরে এসেছি।'' তিনি হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য প্রসঙ্গে বলেন, ''এই রাজ্য থেকে হজ যাত্রায় মুসলিমদের যে ভাবে পরিষেবা দেওয়া হয়, তার একটুকুও অমরনাথ যাত্রায় যাওয়া তীর্থযাত্রীদের প্রতি করা হয় না কেন?''

তিনি দাবি তোলেন, ''মুসলিমদের জন্য এত কিছুতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু হিন্দুদের জন্য একইরকম সুযোগসুবিধা দিতে হবে।''

তিনি মনে করিয়ে দেন, 'আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে বাংলার এই মাটি হিন্দু ভাইদের রক্তে রাঙা হয়েছিল, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে আবার যদি রক্ত ঝরাতে হয়, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।' হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''যদি কলকাতার মিডিয়া এই আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ না করে, তবে তাদেরকে বয়কট করা উচিত। তিনি এই আন্দোলনের খবর তার চ্যানেলে দেখাবেন বলে জানান এবং সব পরিস্থিতিতে হিন্দু সংহতির পাশে থাকার আশ্বাস

শেষাংশ ২ পাতায়

পঞ্চগ্রামের পর মোহনপুর - একই জেলা একই থানা

ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে।

গত ৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় ওই গ্রামের পেশায় নার্স একজন হিন্দু যুবতীকে (সুপর্ণা হালদার, পিতা-সুদর্শন হালদার) হাত ধরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল মোহনপুর মোল্লাপাড়ার একজন দুষ্কৃতি আনসার আলী মোল্লা ওরফে জোজো, পিতা-রহমান মোল্লা। মেয়েটি চিৎকার করে কোনরকমে নিজেকে ছাড়ায়। নিকটে বীণাপাণি ক্লাবের ছেলেরা এসে সেই দুষ্কৃতকারীকে মারধোর করে। সে পালিয়ে যায়। মেয়েটি থানায় গিয়ে এফ আই আর করে। রাত্রেই পুলিশ জোজো-র বাড়ি রেড করে। জোজো-কে না পেয়ে তার দাদাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বলে যায় যে জোজো থানায় গিয়ে হাজির হলে দাদাকে ছেড়ে দেবে। পরের দিন শনিবার সকালে জোজো থানায় যায়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে ও তার দাদাকে ছেড়ে দেয়। পুলিশের কাছে জোজো তার অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু টি এম সি-র রাজনৈতিক প্রভাবে শনিবারই ডায়মন্ড হারবার কোর্ট থেকে (কেস নং-৪৭৪/২০১৫) সে জামিন পেয়ে যায়। পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এর ফলে মোহনপুর ও আশপাশের গ্রামের হিন্দুরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়। তারপর গত ১০ আগষ্ট রবিবার রাত্রি ১০ টা নাগাদ প্রায় ২০০ লোক এসে মোহনপুর গ্রামের বীণাপাণি ক্লাব ভাঙচুর করে। সেই সঙ্গে তারা গ্রামের দুর্গা বেদীসহ ৭-৮ টি হিন্দু বাড়ী ভাঙচুর করে। এই সম্পূর্ণ ঘটনা পুলিশের সামনেই ঘটে। নিকটে কামারপোলে হিন্দুরা জড় হয়ে পুলিশকে আকুল আবেদন জানায় দুষ্কৃতকারীদেরকে আটকানোর জন্য। কিন্তু পুলিশ তাতে কর্ণপাত না করে হিন্দুদেরকে বাড়ী চলে যেতে বলে। তারপর রাত্রি দেড়টার সময় গ্রামে

শেষাংশ ৫ পাতায়

অবশেষে টুকটুকি বাড়ি ফিরল

অবশেষে টুকটুকি ফিরে এল তার বাবা-মার কাছে। তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল অনেকদিন আগেই। কিন্তু কোর্টের নির্দেশে টুকটুকিকে হোমে যেতে হয়। মেয়ে উদ্ধার হয়েও তাকে কাছে না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন টুকটুকির বাবা সুভাষ মন্ডল ও মা সীমা মন্ডল। কিন্তু হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ যার প্রচেষ্টায় টুকটুকি উদ্ধার হয়, তিনি কিন্তু হাল ছাড়েননি। হাইকোর্টে টুকটুকিকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। কারণ বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে। ন্যায় একদিন পাওয়া যাবেই। অবশেষে কোর্টের আদেশে টুকটুকি তার বাবা-মার কাছে ফিরে আসে। টুকটুকি এবার মাধ্যমিক দেবে। সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ টুকটুকির পড়াশুনার সমস্ত খরচ চালাবার দায়িত্ব নেন। টুকটুকি বাড়ি ফিরতে পেরে খুব খুশী। আগামীদিনে পড়াশুনা করে জীবনে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, এমন কথাই সে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছে।

হরিনাম সংকীর্তনে অশালীন আচরণ ঃ শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললো মিয়াঁগ্রাম

মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার অন্তর্গত মিঁয়াগ্রাম। এই অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে হিন্দুরা। বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া, সেখানে ঢুকে অশালীন মন্তব্য বা আচরণ করা নিত্যদিনের ব্যাপার। প্রায়ই হরিনাম সংকীর্তনগুলোয় ঢুকে তা পণ্ড করে দেয়। কখনও হরিসভাগুলোর সামনে জোরে মাইক বাজিয়ে ধর্মাচারণে বাধা সৃষ্টি করে। বহুবার বারণ করা সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। এমনকি রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের জানিয়েও লাভ হয়নি। এবার তাই নিজেরাই প্রতিবাদের পথে নেমে পড়েছে মিঁয়াগ্রামের হিন্দুরা।

গত ২১ শে আগস্ট মিয়াঁ গ্রামের হিন্দুরা নিকটবর্তী শ্মশান থেকে মড়া পুড়িয়ে ফিরছিল। মুসলমানদের পাড়ার উপর দিয়েই তাদের ফিরতে হয়। সেই সময় মদ্যপ কিছু যুবক টিটকিরি করলে শ্মশানযাত্রীরা তার প্রতিবাদ করে। তখন আশপাশের থেকে মুসলমানরা জড়ো হয়ে তাদের মারধোর করে। মার খেয়ে হিন্দুরা পাড়ায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বললে হিন্দু যুবকেরা রাগে ফুঁসতে থাকে। সেইদিন তারা কিছু করেনি। পরদিন দলবেঁধে তারা মিয়াঁ স্টেশনে হাজির হয়ে সংখ্যালঘু মানুষদের উপর চড়াও হয়। উভয়ের সংঘর্ষে বেশ কিছু মানুষ গুরুতর আহত হয়। পুলিশ ১৯ জনের নামে কেস দায়ের করে। প্রাথমিক ভাবে ৮ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৫ জন জামিনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।

আমাদের কথা

বাঙালীর দুর্গাপূজা ঃ প্রদীপের নীচেই অন্ধকার

বাঙালীর দুর্গাপূজা। হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালী দুর্গাপূজা উপলক্ষে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। বাঙালীর জীবন প্রবাহের সঙ্গে, বাঙালীর রক্তে মিশে রয়েছে মা দুর্গার আরাধনা। ঐতিহ্যের পথ ছেড়ে দুর্গোৎসব আজ আধুনিকতার পথ ধরেছে, তবু বাঙালীর প্রাণের ঢেউ আগের মতোই উচ্ছল, আবেগময়। কিন্তু এই ঐতিহ্যমন্ডিত পূজার আনন্দ শহরে যতটা মুখর, প্রত্যন্ত গ্রামগুলিও কী ততটাই মুখরিত হয়ে উঠতে পারে? না, আমরা দারিদ্রতার কথা বলছি না। প্রয়োজন অনুযায়ী আয়োজন সকলেই করতে পারে। আমরা বলছি, ধর্মাচারণ করার এই অধিকার বাঙলার ছোটছোট গ্রামের সাধারণ বাঙালী হিন্দুর কতখানি আছে, সেই কথা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এই বাংলায় বাঙালী হিন্দু দুর্গাপূজা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। কখনও ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষের চাপে, আবার কখনও তাদের পৃষ্ঠপোষক প্রশাসনের চাপে।

সম্প্রতি, বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নলহাটির কাংলাপাহাড়ি গ্রামের মানুষ জানিয়েছে গত তিনবছর মানুষের বাধায় এবং প্রশাসনের চাপে তারা পূজা করতে পারছে না। এবারও তারা প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে।

শুধু কি বীরভূমের নলহাটির কাংলাপাহাড় গ্রাম? এই পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রামেই দুর্গাপূজা করতে গিয়ে হিন্দুদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে, কাংলাপাহাড়ি গ্রামে তিনশো ঘর হিন্দুদের মধ্যে মাত্র ২০ ঘর মুসলমান বাস করে। তাদের চাপেই যদি প্রশাসন দুর্গাপূজার অনুমতি না দেয় তাহলে যে সমস্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের বাড়বাড়ন্ত সেইসব অঞ্চলে সাধারণ হিন্দুদের অবস্থা কত শোচনীয় তা বোঝাই যায়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার এমন কিছু জায়গা আছে যেখান হিন্দুরা দৈনন্দিন পূজাআর্চাও করতে পারে না। বারোয়ারি পূজা করা তো তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। বাঙালী হিন্দুর ধর্মাচারণের পথে বাধা ও তাদের হাহাকার গ্রাম বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হলেও কলকাতার মানুষের কানে তা পৌঁছায় না। কলকাতা তখন তো আনন্দ উৎসবে মত্ত, হাজার আলোর রোশনাইতে সুবেশ নর-নারীর দল আনন্দে আত্মহারা। অথচ প্রদীপের নীচেই জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার। সেই অন্ধকার দূর করাই আজ হিন্দু সংহতির সংকল্প।

১ম পাতার শেষাংশ

১৯৪৬ এর হিন্দুবীর গোপাল মুখার্জীকে স্মরণ করল হিন্দু সংহতি

দেন। বাংলার হিন্দুর জাগরণ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশ হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

সুবেদ সিং রাজপুত তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে হিন্দুধর্মের মহানতা প্রসঙ্গে বলেন, ''হিন্দুধর্মই হল পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম, যা সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলে। বিধর্মীরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং সেই অত্যাচার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে গেছে। তিনি হিন্দুদের বলেন, আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে আমার এই অত্যাচার সহ্য করব না।

হিন্দু সংহতির সহসভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় তার সংক্ষিপ্ত ভাষণের প্রথমেই মনে করিয়ে দেন, পশ্চিমবাংলার প্রতিটি প্রান্তে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা, হিন্দু নারীদের অপহরণ ও ধর্ষণের কথা। তিনি চ্যালেঞ্জের ভাষায় বলেন, যাদের এদেশে বসবাস করার কোন অধিকারই নেই সেই মুসলিমরা এসব করে কোন সাহসে? কারণ এই দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি মুসলমানের জন্য আর ভারত হিন্দুদের জন্য। তাই এই বাংলায় মুসলমানের থাকার কোন অধিকার নেই।

হিন্দু আগ্রাসন! ঃ আন্দোলনের ডাক মুসলিম ল বোর্ড-এর

যোগ ও বন্দে মাতরম আঘাত করছে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে। মুসলিমদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে অন্য একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এমন বিস্ফোরক অভিযোগ এনে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।

হায়দরাবাদে একটি সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা সাজ্জাদ নাওমানি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, 'দেশে এখন 'ভয়াবহ' অবস্থা বিরাজ করছে। যোগ, সূর্য নমস্কার ও বন্দে মাতরম মারফত অন্য একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বদলানো হচ্ছে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম। মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা জেনেও ধর্মীয় আইনে পরিবর্তন করার ছক কষা হচ্ছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং সংবিধানে ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পরও এমন চেষ্টা চলছে'। তিনি জানান, সরকারের এই চেষ্টা রুখতে দেশজুড়ে 'দীন অউর দস্তুর বাঁচাও' (ধর্ম ও সংবিধান বাঁচাও) আন্দোলন শুরু হবে।

তাঁর হুঁশিয়ারি,''নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কখনওই সমঝোতা করবেন না মুসলিমরা, তাতে যে পরিণতিই হোক না কেন। যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন, তাঁদের সমর্থন পেয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির এত বাড়বাড়ন্ত। সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেওয়ায় শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ই বিপদগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, অন্যান্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলিও সংকটে পড়ছে।

বিশিষ্ট জনের মতে, নাম না করে নরেন্দ্র মোদীকেই বিঁধেছেন ওই মুসলিম ধর্মগুরু। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে কেন্দ্রীয় সরকার যোগ দিবসের আয়োজন করেছিল। তখনও মোদী-বিরোধীরা সুর চড়িয়েছিল। তার থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে এদিন অভিযোগের আঙুল তুললেন মৌলনা সাজ্জাদ নাওমানি।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

উত্তর ২৪ পরগণায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে আনছে

প্রতিদিন সীমান্ত পেরিয়ে শয়ে শয়ে বাংলাদেশি ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। এদের সঙ্গে ঢুকছে জঙ্গিরাও। এর ফলে একদিকে যেমন বদলে যাচ্ছে সীমান্ত এলাকার জনবিন্যাস, তেমনি জঙ্গি অনুপ্রবেশের ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা। ভারতে প্রবেশের পর তারা তৈরি করে নিচ্ছে জাল পরিচয়পত্র। এরাই উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্ত জুড়ে চালাচ্ছে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ। গরু পাচার, সোনা পাচার, জাল নোট আমদানির মতো দেশদ্রোহীমূলক কাজের সঙ্গে এরা জড়িত। পুলিশ-প্রশাসনের এ সব কিছুই অজানা নয়। তাহলে কীভাবে বহাল তবিয়তে নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে বাস করছে, সেটাই প্রশ্ন।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট - বারাসাত, বনগাঁ - বারাসাত ও বনগাঁ-বসিরহাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক লক্ষেরও বেশি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিম বসবাস করছে। পুলিশ সূত্রেই তা জানা গেছে। কিন্তু তারপরেও পুলিশ অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেফতার করছে না কেন? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্তা জানান, এর পিছনে রয়েছে রাজনীতিকদের প্রচ্ছন্ন মদত, এতটাই যে পুলিশ পর্যন্ত ধরপাকড়ে যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে পুলিশকে নজরদারি চালাতে হয়।

বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানরা যত সহজে পরিচয়পত্র পেয়ে যায় তত সহজে কিন্তু হিন্দু শরণার্থীরা পায় না। এর পিছনে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির একটা ভূমিকা আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই মুসলিম ভোট পাওয়ার লোভে দেশে ক্ষতি হচ্ছে জেনেও মুসলিম অনুপ্রবেশ-কারীদের পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যাপারে নীরব থাকে। বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে এক বাংলাদেশী পাচারকারী মাফিউদ্দিন। তার হাত ধরে প্রতিদিন মুসলমান প্রবেশ করছে পশ্চিমবঙ্গে। তিনি অপকটে জানান, বাংলাদেশ ও ভারত জুড়ে তাদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে। পয়সা নিয়ে তারা বাংলাদেশী মুসলমানদের ভারতে ঢুকিয়ে দেয়। বাংলাদেশ থেকে আসা লাখ লাখ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও ভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিপুল সংখ্যক মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাদের মতে, এভাবে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকলে তা একদিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

বারবার কাশ্মীরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন ঃ আসল উদ্দেশ্য কী?

বারবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে কাশ্মীরে হামলা চালাচ্ছে পাকিস্তান। ১৪ ও ১৫ আগস্ট হামলা চালিয়েছিল পাক রেঞ্জার্স, তারপর মঙ্গলবার বিরতি দিলেও বুধবার রাত থেকে লাগাতার আক্রমণ চালায় তারা। সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি তারা আগস্ট মাসেই লঙ্ঘন করলো ৪৭ বার। চলতি বছরে এই সংখ্যা ২৪০টি। সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সন্ধ্যার পর বিনা প্ররোচনায় বালাকোট সেক্টরের সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে পার্ক রেঞ্জার্স। ভারতীয় সেনা এর প্রত্যুত্তর দিলে বালাকোটে রাত ১০টা ও পুঞ্চে রাত ১১-৩০ নাগাদ গুলি বর্ষণ থামায় পাকিস্তান।

সেনা ছাউনির পাশাপাশি এদিন জনবসতি অঞ্চল লক্ষ্য করেও হামলা চালায় তারা। সোমবার রাতে পুঞ্চ জেলার ভারত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার (এলওসি) ৫ টি সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় পাক রেঞ্জার্স। ১২০ মিমি এবং ৮২ মিমি মর্টার দিয়ে হামলা চালানো হয় বিনা প্ররোচনায়।

এই দুটি ঘটনায় সেনার তরফে কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, পাক সেনার হামলার পদ্ধতি বদল নিয়ে চিন্তিত সেনাকর্তারা। আগে ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলো তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এখন তারা জনবসতি এলাকাতেও হামলা চালাচ্ছে। আর গুলির পরিবর্তে মর্টার বেশি ব্যবহার করছে। এর পিছনে পাকিস্তানের দূরভিসন্ধি আছে। সম্প্রতি পাকিস্তানি উগ্রপন্থীরা পাঞ্জাবে হামলা চালিয়েছে, আর এক উগ্রপন্থী কাশ্মীরে ধরা পড়েছে। পাকিস্তান থেকে আরও বেশিমাত্রায় জঙ্গী ভারতে ঢুকিয়ে বড়সড় নাশকতার ছক হয়তো তারা করেছে। এমনিতেই পাকিস্তানি সেনা ও গোয়েন্দাবিভাগ আইএসআই জঙ্গিদের সাহায্য করে থাকে। তাই মনে হয় জনবসতি এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় সৈন্যকে বিভ্রান্ত করাই তাদের লক্ষ্য।

মার্কিন হানায় মৃত্যু আই এস-এর দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার

ইরাকে মার্কিন বিমান হানায় মৃত্যু হল জঙ্গি সংগঠন আই এস-এর দ্বিতীয় শীর্ষ নেতার। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে গত ১৮ ই আগস্ট উত্তর ইরাকের মসুলে গাড়িতে করে যাওয়ার সময় বিমান হানায় মৃত্যু হয় ফাদিন আহমেদ আল-হায়ালি ওরফে হাজি মুস্তাজ। ওই সময়ে আইএসের শীর্ষ এই নেতার সঙ্গে ছিলেন আইএসআইএন-এর সংবাদ মাধ্যম পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিও।

আই এস জঙ্গিদের বিভিন্ন নৃশংস হত্যালীলার মস্তিষ্ক ছিল আল হায়ালি। ইরাক এবং সিরিয়ায় অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক, গাড়ি ও লোকজনের যাতায়াতের কাজে সমন্বয়ের দায়িত্ব ছিল তার। ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো ও তার ছক তৈরির দায়িত্ব ছিল আল-হায়ালির উপরেই। সে ইরাকে আল-কায়দারও সদস্য ছিল। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র নেড প্রাইন জানিয়েছেন আল-হায়ালির মৃত্যু আইএসের পক্ষে একটা বড় ধাক্কা।

গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা—কার অবদান ?

তপন কুমার ঘোষ

২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দেশে সোনিয়া-মনমোহনের সরকার ছিল। সোনিয়া মনমোহন বলতে যন্ত্রী আর যন্ত্র বোঝায় এটা দেশের মানুষ জানে। কিন্তু সোনিয়া মনমোহন নাম দুটি দিয়ে ওই ইউপিএ সরকারের সঠিক চরিত্রটা বোঝা যায় না। সেটা বুঝতে হলে—সোনিয়া, মনমোহন, দিগ্বিজয়, কপিল সিব্বল, সলমন খুরশিদ নামগুলি একসাথে উচ্চারণ করতে হবে। এদের সকলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলির এরা ঘোষিত শত্রু। এদের দশ বছরের জমানায় এশিয়াড কেলেঙ্কারী, 2G কেলেঙ্কারী, কয়লা খনি বন্টন কেলেঙ্কারী, প্রভৃতি বড় বড় অবদানগুলির সঙ্গে দেশের মানুষ ভালোভাবেই পরিচিত হয়েছে। কিন্তু এই জমানায় আর একটি বড় অবদানের কথা আমি পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই। তা হল ''গেরুয়া সন্ত্রাস'' বা Saffron Terror.

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় নিউইয়র্ক শহরে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ট্যুইন টাওয়ারে লাদেন অনুগামীদের বিমান হানার পর থেকেই গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম শব্দদুটি একসঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ' সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়ে সর্বসাধারণের আলাচনার বিষয় হয়ে পড়েছিল। গোটা বিশ্বের শিশুরাও ইসলাম আর সন্ত্রাসবাদ কথা দুটি একসঙ্গে শুনতে শুনতে বড় হচ্ছিল। ফলে সন্ত্রাসবাদ মানেই ইসলাম আর ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ—এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। গোটা বিশ্ব ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম অথবা সন্ত্রাসবাদীদের ধর্ম অথবা সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়ার ধর্ম হিসাবেই দেখছিল। এখনও তাই দেখছে। লাদেন ও আলকায়দার পর আই এস আই এস (ISIS), IS, ISIL ইত্যাদির উত্থানে ওই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম ভারত। ভারতের থেকে ইসলামের বড় মুরুব্বি বিশ্বে আর কেউ নেই। এমনকি সৌদি আরব, আরব আমিরশাহী প্রভৃতি দেশগুলিও নয়। লাদেনের জন্য জানাজার নমাজ কোন আরব দেশে পড়া হয়নি। কিন্তু আমাদের ভারতে, আমাদের এই কলকাতার কেন্দ্রস্থলে ইমাম বরকতির নেতৃত্বে লাদেনের জানাজার নমাজ পড়া হয়েছিল। ওই ইমামের সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বহু ছবি জনসাধারণের কাছে পরিচিত।

সুতরাং গোটা বিশ্ব ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে সমার্থক বলে জানলেও ভারতের মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের মধ্যে যাতে ওই ধারণা ঢুকে না যায়, তার জন্য ইসলামের মুরুব্বিরা যে অতি সক্রিয় হবেন এটা তো স্বাভাবিক। তাদের সেই সক্রিয়তা বাস্তবে রূপ পেল সোনিয়া-মনমোহন পরিচালিত ইউপিএ সরকারের দ্বারা। ওই সরকারের দর্শন ফুটে উঠেছিল দু'জনের কথায়। (১) মনমোহন সিং বলেছিলেন, দেশের উন্নয়নের প্রথম ভাগ/অগ্রভাগের অধিকারী ভারতের মুসলমানরা। (২) রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ (হিন্দু) সন্ত্রাসবাদ সংখ্যালঘু (মুসলিম) সন্ত্রাসবাদের থেকেও ভয়ঙ্কর। এই যাদের মতামত, তাদের কর্মধারা কিরকম হবে তা বোঝা কঠিন নয়। তাদেরকে JNU-এর তাত্ত্বিকরা দায়িত্ব দিয়েছিলেন— ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বা মুসলিম সন্ত্রাসবাদকে ভারতবাসীর কাছে লঘু করে দেখাতে হবে। এই কাজ করতে সোনিয়া-মনমোহনের সরকার যে কতদূর গিয়েছিল, তার কথা হয়তো দেশবাসী কোনদিন জানতে পারবে না। কোন বিশেষ ঘটনাসূত্রে তার কিছু কিছু কথা আমার জানার সুযোগ হয়েছিল। তা জেনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওই সরকারের হিন্দু বিরোধী মানসিকতা ও হিন্দুবিরোধী ষড়যন্ত্রের গভীরতা দেখে। ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে লঘু করে দেখানোর জন্যই এরা আমদানী করেছিলেন গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটিকে। তাই শুরুতেই বলেছি যে, এশিয়াড-2G-কয়লাখনি স্ক্যামের মতই ইউপিএ সরকারের আর একটি বড় অবদান হল এই গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ শব্দটির আমদানী।

গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ কথাটা চালু হয়ে গেলে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আর শুধু ইসলাম কথাটা জোড়া যাবে না। তখন ''সন্ত্রাসবাদের কোন ধর্ম হয় না'' কথাটা বলতে সুবিধা হবে। গোটা পৃথিবী জানে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম, সন্ত্রাসবাদীর ধর্ম, সন্ত্রাসবাদীর জন্ম দেওয়ার ধর্ম—সবই এক। তা হল ইসলাম। গোটা পৃথিবী You Tube-এ দেখছে কোতল করা সময়, জবাই করার সময়, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার সময় কি নিষ্ঠা সহকারে কোরানের আয়াত পাঠ করা হচ্ছে, আল্লা হু আকবর ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং মানুষের বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু ভারতবাসীর জানা ও বোঝাটাকে অন্যরকম করার জন্য আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইউপিএ সরকারের কুশীলবরা। তাদের হাতে সবথেকে বড় অস্ত্র গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ, স্বামী অসীমানন্দ ও সাধ্বী প্রজ্ঞার ছবি।

কংগ্রেসীরা গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ কথাটির জন্ম দিয়েছে। আমিও তেমনি একটি শব্দযুগল/জোড়া শব্দ ব্যবহার করতে চাই। ব্যবহার না করে পারছি না। তা হল ''গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা'' বা ''Saffron Secularism''। আমি জানি আমার এই কথা শুনে অনেকে রে রে করে উঠবেন, আমাকে গালাগালি করবেন, অভিশাপ দেবেন। কিন্তু আমি মনে করি আজকে সময় এসেছে এই শব্দটি চালু করার—**গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা**।

আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে হিন্দুত্ববাদী লেখক শিবপ্রসাদ রায় এ বিষয়টি শুরু করেছেন, কিন্তু এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন নি। তিনি বলেছিলেন, দিব্যজ্ঞান যুক্ত কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন সাধু সন্ন্যাসীদের কথা। কিন্তু আজ সময় এসেছে আরও কঠোরভাবে বলার। তাই আমি এই শব্দ শুরু করছি। কেন আমাকে এটা করতে হচ্ছে তা সামান্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের খুবই দাপট। পৃথিবীর কোন উন্নত ধনী গণতান্ত্রিক দেশে এতটা দাপট নেই। কোন দেশেই নেতা-মন্ত্রীদের জন্য রাস্তার ট্রাফিক দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় না। এদেশের সাধারণ মানুষ নেতা-মন্ত্রীকে খুবই সমীহ করেন। অথবা করতে হয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরে নিজের পরিবারের মধ্যে কেউ কখনও ছোটদেরকে এই উপদেশ দেয় না, খোকা তুমি বড় হয়ে রাহুল গান্ধীর মত হওয়ার চেষ্টা কর, কিংবা গৌতম দেবের মত হওয়ার চেষ্টা কর বা মদন মিত্রের মত হওয়ার চেষ্টা কর। অর্থাৎ এই সব নেতাদেরকে সাধারণ মানুষ যতই ভয় বা সমীহ করুক না কেন, নিজ সন্তানের সামনে তাদেরকে কখনও আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে না। তাহলে এই সব নেতাদের লেকচার, উপদেশ বা বচনামৃতকে সাধারণ মানুষ মন থেকে গ্রহণ করবে—তা তো সম্ভব নয়! মমতা ব্যানার্জী রামকৃষ্ণ মিশনের গেরুয়াধারী অসুস্থ সন্ন্যাসীকে দেখতে যাচ্ছেন, তার পরেই আবার মাথায় হিজাব টেনে আল্লা আল্লা করছেন—এই দেখে সাধারণ মানুষ হিন্দু মুসলমানকে সমান বলে ভাববে কি? আমি মনে করি—না। ভাববে না। মানুষ খুব ভাল করেই জানে, রাজনীতিবিদদের নাটক করতে হয়। তাই মমতা ব্যানার্জীর রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়াও নাটক, আর হিজাব পড়াও নাটক। আমার দৃঢ় মত, সাধারণ মানুষ কখনই রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের কাছ থেকে কোন সামাজিক বা ধর্মীয় আদর্শ বা প্রেরণা গ্রহণ করে না।

তাহলে আমাদের সমাজে যে বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বিষাক্ত বীজ ঢুকে গিয়েছে তার জন্য তো নেতা-মন্ত্রীরা দায়ী হতে পারেন না। সমাজের মানুষ ওদের কথা তো মন থেকে গ্রহণ করে না! তাহলে কোথা থেকে এলো এই বিষ? কারা ছড়ালো এই বিষ? আমরা ধারণা সমাজে এই বিষ ছড়ানোর জন্য দায়ী গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বা Saffron Seculerist-রা। আরও সহজ করে বললে ধর্মীয় সেক্যুলারিস্টরা।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এর শুরু হয়েছে সম্ভবতঃ আমাদেরই বঙ্গপ্রদেশ থেকে। যাঁর নাম দিয়ে শুরু হয়েছে তিনি হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। আমি খুব স্পষ্ট করে বলছি, তিনি শুরু করেন নি। তাঁর নাম দিয়ে শুরু হয়েছে। ''যত মত তত পথ'' ঠাকুরের এই উক্তিটিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে প্রয়োগ যাঁরা করেছেন, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। ঠাকুর এই কথাটি হিন্দুধর্মের বা ভারতীয় ধর্মের মধ্যে যে বহু মত, পন্থ ও সম্প্রদায় আছে, তাঁদের জন্য বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে এর মধ্যে ইসলামকে এবং খ্রীস্টান ধর্মকেও ঢুকিয়ে দিল। হ্যাঁ এটা মিথ্যাচার। যত মত তত পথ—এর মধ্যে খ্রীস্টান, ইসলাম বা কোন সেমেটিক ধর্ম আসতে পারে না। ওই ধর্মগুলো খুব স্পষ্টভাবে বলেছে যে, তাদের পন্থাটাই একমাত্র সত্য, বাকি সব পন্থা মিথ্যা। এবং সেই মিথ্যা পন্থের অনুগামীরা গড্ বা আল্লাহ দ্বারা ধিকৃত ও নিন্দিত এবং ওই অনুগামীদের জন্য নরকের দ্বার প্রশস্ত। অর্থাৎ তারা শুধু নিজেরটাকেই ঠিক বলছে না, অন্যেরগুলোকে ভুল বলছে। এটাকে যদি সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে তো অন্য মতগুলোকে মিথ্যা বলে মানতে হবে। তাহলে ''যত মত তত পথ'' কিভাবে সত্য হতে পারে? একটি মাত্র মতকে সত্য এবং অন্য সব মতকে মিথ্যা বলে যারা মানে—তারা ''যত মত তত পথ''-এর আওতায় কী করে আসতে পারে? একটু গভীরভাবে ভাবার জন্য আমি পাঠককে অনুরোধ করছি।

রামকৃষ্ণদেব ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারেন নি। বেরিয়ে এসে ভাগ্নের ক্ষোভের উত্তরে বলেছিলেন—মা কালী তাঁর জিভ টেনে ধরেছিল বলে তিনি কথা বলতে পারেন নি। রামকৃষ্ণদেব যদি খ্রীষ্ট মতটাকে সত্য বলে মনে করতেন তাহলে কি এই ঘটনা ঘটত?

ঠাকুর নাকি ইসলামের সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এটা হতে পারে না। তিনি নাকি ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন কোন একজন সুফী সাধক গোবিন্দ রায়ের কাছ থেকে। গোবিন্দ রায় নিজেই মুসলমান ছিলেন না। কলমা পড়েন নি। তিনি কী করে রামকৃষ্ণদেবকে ইসলামে দীক্ষা দেবেন? এ বিষয়ে আরও অনেক কথা লেখা যায়। কিন্তু তা বিরক্তিকর। রামকৃষ্ণের ইসলাম সাধনা ও সিদ্ধিলাভ বিষয়টা জন মনে বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার পিছনে আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটা ভুল দেখতে পেয়েছি। আমার একথা শুনে কেউ যদি ক্ষেপে যান, আমি নিরুপায়। স্বামীজী রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। অলৌকিকভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি। আর সকলের মত তিনিও মাতৃগর্ভ দিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন। সুতরাং তাঁর হাত দিয়ে একটাও ভুল হবে না—এটা যুক্তি দিয়ে মানা যায় না। আমার থেকে স্বামীজীর বড় ভক্ত আর কেউ আছে কি না জানি না। স্বামীজীর আর কোন ভুল আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু এই একটা ভুল আমার চোখ এড়িয়ে যায় নি। সেই ভুলের কথা পাঠকের কাছে তুলে ধরা কর্তব্য বলে আমি মনে করছি।

ঠাকুরর কথা, বাণী বা উপদেশের সবথেকে বড় সংকলন করেছেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত শ্রীম বা মাস্টারমহাশয়, তাঁর লেখা রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে। এটাকে রামকৃষ্ণ সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু ওই একই সময় ঠাকুরের আর একজন গৃহী ভক্ত অক্ষয়চন্দ্র সেন, যাঁকে স্বামীজী আদর করে 'শাঁকচুন্নি' বলে ডাকতেন, তিনি একটি পদ্যে বই লিখেছেন ঠাকুরের জীবনী নিয়ে। পুরোনো ধাঁচে বোধ হয় পয়ার ছন্দে লেখা ঐ বই। নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'। যেহেতু ওই লেখক ঠাকুরের সমসাময়িক এবং ভক্ত, তাই তাঁর লেখাও আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। স্বামীজী তো এক অসাধারণ পাঠক ছিলেন, সেকথা আমরা অনেক গল্পের মাধ্যমে জানি। কিন্তু একজন স্বামীজী ভক্ত হিসাবে তাঁর যে রুচি, টেম্পারমেন্ট আমি বুঝি, তাতে আমি নিশ্চিত যে ওই ইনিয়ে বিনিয়ে পুরানো বাংলায় পদ্যের ছন্দে লেখা গোটা গ্রন্থটি স্বামীজী পড়েন নি। কিন্তু অক্ষয় সেন ঠাকুরের জীবনী লিখেছেন বলে না পড়েই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে দিয়েছিলেন। এতেই হয়ে গেল সর্বনাশ। স্বামীজীর এই প্রশংসার ফলে 'শাঁকচুন্নির' লেখা ওই গ্রন্থটি প্রামাণ্য আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে গেল। একমাত্র এই বইটিতেই ওই আজগুবি ঘটনাটা আছে যে, গঙ্গায় মরা গরু ভেসে যেতে দেখে ঠাকুরের গোমাংস খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। যুক্তি বলে—ইসলামের সঙ্গে গোমাংস খাওয়ার কী সম্বন্ধ? ইসলামের জন্মস্থান আরবে কি গরু পাওয়া যায়? মহম্মদ গোমাংস খেতেন এরকম উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ওখানে সাধারণ মানুষের খাদ্য ভেড়ার মাংস ও উটের মাংস। কখনও গোমাংস নয়? ভারত আক্রমণকারী বহিরাগত মুসলমানরা যখন দেখল যে হিন্দুরা গরুকে খুব বেশিরকমের শ্রদ্ধা করে, তখন সেই শ্রদ্ধাস্থানকে আঘাত দেওয়ার জন্যই ওরা গোহত্যা করা শুরু করেছিল। এতে প্রতিহিংসা আছে, শত্রুর মনোবল ভাঙার কৌশল আছে। কিন্তু তার সঙ্গে ইসলামের কোন ধর্মীয় বা পন্থীয় সম্পর্ক নেই। তাই ঠাকুর যখন ইসলাম মতে সাধনা করছেন, তখন তাঁর গোমাংস খেতে ইচ্ছা হয়েছে—এটা মিথ্যা। এটা আমি মানি না। স্বামীজী ওই রামকৃষ্ণ পুঁথি দু'চার পাতা পড়েই অক্ষয় সেনের গুরুভক্তি দেখে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। এই অংশটি পড়েন নি। পড়লে নিশ্চিতভাবে লেখককে তিরস্কার করতেন ও ওই জায়গাটা সংশোধন করতে বলতেন। তা হয় নি। তাই সেখান থেকেই শুরু হয়ে গেল ইতিহাসের একটা এত বড় ভুল।

এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও সংস্থাগুলিতে ক্রিসমাস বা বড়দিন উৎসব আকারে পালন করা দেখেও মনে ধন্দ জাগে। এটাকে যদি কেউ ''যত মত তত পথ'' তত্ত্বের প্রমাণ বা পরিপূরক বলে দেখাতে চান, তাহলে সহজেই প্রশ্ন করা যায় যে ক্রিসমাস পালিত হলে ঈদ কেন নয়? গরু কাটা ঈদ যদি বা না হয়, খুশীর ঈদ (ঈদ উল ফিতর) কেন রামকৃষ্ণ মিশনে পালন করা হয় না? ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় অখণ্ড ভারতে ক'টা খ্রীষ্টান ছিল আর ক'জন মুসলমান ছিল? খ্রীষ্টানের থেকে মুসলমান অনেক অনেক বেশি ছিল। যত মত তত পথের বাস্তব রূপায়ণ করতে হলে মিশনে ক্রিসমাসের থেকেও ঈদ পালন করাটা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত হতে না কি? ঈদ কেন নয়। কেন শুধু ক্রিসমাস? পাঠক যদি এর উত্তর খুঁজে না পান, তাহলে আমার উত্তরটা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। স্বামীজীর বহু সাহেব ও খ্রীষ্টান শিষ্য হয়েছিল। স্বামীজী আমেরিকায় ও

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা—কার অবদান ?

ইংল্যান্ডে অনেকগুলি স্থানে মিশনের শাখাকেন্দ্র শুরু করেছিলেন। কোন মুসলিম দেশে করেন নি। কোন মুসলমান তাঁর শিষ্য হয়নি। সাহেবরা শুধু শিষ্যই হয় নি, বেলুড় মঠ তৈরির জন্য তারা প্রভূত অর্থ সাহায্যও করেছিল। আর হিমালয়ের কোলে মায়াবতী আশ্রম তো সম্পূর্ণ তাদেরই পয়সায় তৈরি হয়েছিল। এই সাহেব ও খ্রীষ্টানদের কাছে বড়দিন বা ক্রিসমাস তো সবথেকে বড় উৎসব এবং তা তাদের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। স্বামীজী তো হিন্দুধর্মের প্রবক্তা ও মূর্ত রূপ ছিলেন। হিন্দু ধর্মের Inclussiveness এর কথা তিনি খুব বেশিভাবে ও জোর দিয়ে প্রচার করেছেন। তাই তাঁর খ্রীস্টান সাহেব শিষ্যদের প্রিয় উৎসব বড়দিনকে তাঁর মঠে পালন করে তিনি হিন্দুধর্মের ওই Inclussiveness-এরই পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন—এতে কিছুটা তত্ত্ব, কিছুটা বাস্তবতা। শিবপ্রসাদ রায়ের ভাষায় দিব্যজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞান একাধারে।

শুধু বড়দিন পালনই নয়। যীশুখ্রীস্টের শৈলোপাদেশের উপরেও স্বামীজী শিষ্যদের ক্লাস নিয়েছেন। যীশুখ্রীস্টের ভালবাসা ও করুণার বাণীকে শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতে স্বামীজী একটুও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তাই বলে কাউকে তিনি খ্রীস্টান ধর্ম নিতে উৎসাহ দেন নি। বরং যজ্ঞ করে, শুদ্ধি করে বহু খ্রীস্টানকে হিন্দু করেছেন। স্বামীজীর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে, যীশুখ্রীস্টের বাণী ও প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীস্টধর্ম এক নয়। গোটা Old Testament-টাই তো যীশুখ্রীস্টের বাণী নয়। কিন্তু তা খ্রীস্টধর্মের অনিবার্য অঙ্গ। সুতরাং মিশনে বড়দিন পালনকে ''যত মত তত পথ''-এর অভ্রান্ত পরিচয় বলে মনে করাটা ঠিক নয় বলেই আমি মনে করি।

ওই শাঁকচুন্নি, রামকৃষ্ণ মিশন ও যত মত তত পথ দিয়ে যে বিষবৃক্ষের বীজ পোঁতা হয়ে গেল, তাকে মহীরূহে পরিণত করতে লেগে পড়লেন একে একে আরও অনেক সাধু সন্ন্যাসী। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পূর্ববঙ্গের পাবনাতে তাঁর কেন্দ্র না করে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে গিয়ে বিরাট আশ্রম স্থাপন করলেন। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি। তাঁর শিষ্যরা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন, পাবনায় বা বাংলাদেশে ক'জন মুসলমান ঠাকুরের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? ক'জন দীক্ষা নিয়েছে? বিরাট ধর্মতত্ত্ববিদ্ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ফরিদপুরের মূলকেন্দ্রে ১৯৭১ সালে খানসেনারা হরিনাম করা অবস্থায় আটজন সন্ন্যাসীকে গুলি করে হত্যা করেছিল। সেই আটটা ছোট ছোট সমাধি আমি দেখে এসেছি। সেই ব্রহ্মচারী মহাশয় ফরিদপুর থেকে আমাদের কলকাতার বাগুইহাটিতে পালিয়ে এসে বললেন—ISLAM এর অর্থ I Shall Love All Mankind! কী বলবেন একে? ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা না চরম কাপুরুষতা? একেই বোধহয় সুগার কোটিং দিয়ে শিবপ্রসাদ রায় বলেছিলেন, 'এঁদের দিব্যজ্ঞান ছিল, কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।' সুগার কোটিংটা সরিয়ে নিলে বলতে হয় যে, এঁদের কোন দিব্যজ্ঞানই ছিল না, বরং একটু কাণ্ডজ্ঞান ছিল। তাই তো পালিয়ে এসেছিলেন! সত্যিই দিব্যজ্ঞান থাকলে ইসলাম, খ্রীস্টান ও ইহুদী ধর্মের গোঁড়ামি, Exclusiveness, পরধর্মবিদ্বেষ ও হিংস্রতা বুঝতে পারতেন।

এরকমই আর একজন গুরু চট্টগ্রামের শ্রীরামঠাকুর। আমাদের এখানে এঁরও বহু শিষ্য। এঁর বর্তমান যাদবপুরের আশ্রমে রোজ কয়েক মন চালের ভাত হয়। চট্টগ্রামের মূল আশ্রমে হয় মাত্র কয়েক কেজি চালের ভাত। এঁর আশ্রম থেকে দশ টাকা দাম দিয়ে একটা পাঁচালী বই কিনে এনে দেখলাম ইনি নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে হাজী গাজীকেও প্রণাম নিবেদন করছেন। আমার খুবই সন্দেহ হয় যে, ইনি আদৌ গাজী শব্দের অর্থ জানতেন কিনা! হজ করলে হাজী হয়। কিন্তু গাজী হয় কী করলে? জানলে কি গাজীকে প্রণাম নিবেদন করতে পারতেন? আজকাল মুসলমানরা তর্ক করতে গিয়ে বলে, গাজী মানে ধর্মযোদ্ধা। একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। ইসলামে ধর্মযোদ্ধাকে বলা হয় জেহাদী, গাজী নয়। ওই ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়ে কমপক্ষে একজন অমুসলমানকে হত্যা করলে গাজী উপাধি পাওয়া যায়। ১৪ বছরের বালক বাদশা আকবর যুদ্ধবন্ধী নিরস্ত্র হিমুকে হত্যা করে গাজী উপাধি পেয়েছিলেন। সেই গাজীকে বন্দনা করেন যেসব হিন্দু গুরু তাঁদেরকে কী বলব?

এইসব ধর্মগুরুদের ছড়ানো বিকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বীজই আমাদের হিন্দু সমাজের সর্বনাশ করেছে। একেই আমি বলছি গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা বা Saffron Secularism । হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, একই বৃন্তে দু'টি কুসুম, ইত্যাদি কথাগুলো রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শুনে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে না বলেই আমার ধারণা। মানুষ জানে, ভোটের লোভে নেতাদের জিভ থেকে জল পড়ে। তাই নেতাদের মুখে ঐসব কথাগুলো মানুষ ওইটুকুই মূল্য দেয়। কিন্তু এই গেরুয়াধারীরা! রামকৃষ্ণ মিশনের ওই সন্ন্যাসীরা! তাঁরা যখন রাম-রহিমের ডায়লগ দেন, তখন মানুষ গ্রহণ করে। বীজ পোঁতা হয়ে গেল। অঙ্কুর উদ্গম হল। তারপর সারজল দেওয়ার জন্য আছেন সুনীল গাঙ্গুলী, অমর্ত্য সেন, তপন রায়চৌধুরীরা এবং শাহরুখ, সলমন, আমির, সঈফের খান বাহিনী। এই তিনের (সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক ও বলিউড) সংমিশ্রণ হল এক Deadly Combination। এই বিষবৃক্ষের বিষাক্ত ফল খেয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজ আজ দুর্বল ও বিভ্রান্ত। আর এই ফল খেয়েই সারা ভারতে হিন্দুর ঘর থেকে লক্ষ লক্ষ মেয়েরা প্রতিবছর চলে যাচ্ছে মুসলমান ও খ্রীস্টানের ঘরে। এরজন্য আমি সোজাসুজি **গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের** দায়ী করছি। তাদের কাছে আমার জোরালো আবেদন—এবার থামুন। বন্ধ করুন এই মিথ্যাচার। না হলে আমরা বাধ্য হব গেরুয়ার প্রতি হিন্দু সমাজের শ্রদ্ধাকে আঘাত করতে, গেরুয়ার প্রতি সমাজের আস্থাকে কমিয়ে আনতে।

কংগ্রেসীদের অবদান যেমন গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ, তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান গেরুয়া ধর্মনিরপেক্ষতা।

কাশ্মীরে সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াই, নিহত ৩ জঙ্গি

সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইতে ফের উপ্তপ্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ কাশ্মীর। কাশ্মীরের কুপওয়াড়ার অঞ্চলে ঢুকে পড়ে জঙ্গিদের একটি দল। দ্রুত সেনাবাহিনী খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলে দির্ঘক্ষণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের লড়াই চলে। লড়াইতে ৩ জন জঙ্গি প্রাণ হারায়, আহত একজন। পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়ে এক জওয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২২ শে আগস্ট প্রশাসনিক সূত্র মারফত এই খবর পাওয়া গেছে।

২২ তারিখ রাতে কুপওয়াড়ার হন্ডওয়াড়ার ঘুমহের জঙ্গলে শুরু হয় সেনা জঙ্গি সংঘর্ষ। রাতভোর বি এস এফ জওয়ানদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে জঙ্গিদের। রবিবার সকালে উদ্ধার হয় তিন জঙ্গির মৃতদেহ। তবে কোন জঙ্গি সংগঠন এই ঘটনার দায় নেয়নি। পুলিশ, জিআরপিএস ও সেনা যৌথভাবে অভিযান চালায় ওই এলাকায়। তাদের সন্দেহ আরও কিছু জঙ্গি ওই এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তাই তারা তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট ওই কুপওয়াড়া জেলার তঙ্গধর সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ নিহত হয়েছিলেন এক জওয়ান। তাই ওই অঞ্চলের উপর বিশেষ নজর রেখেছিল সেনাবাহিনী।

বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে গবাদি পশু খাদ্য বিলি

প্রবল বর্ষণ ও ডিভিসি জল ছাড়ায় ভেসে গেছে হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মানুষের সঙ্গে বিপদে পড়ে গেছে গবাদি পশুরদল। মানুষ তবু এদিক -এদিক করে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করে নিচ্ছে কিন্তু বন্যার জলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে পশুখাদ্য। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এবং হাওড়া জেলার সাঁকরাইল - ধূলাগড় অঞ্চলের কুঠারী প্রফেসার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সহায়তায় ১৫০ টি পরিবারের মধ্যে পশুখাদ্য বিতরণ করা হয়।

হিন্দু সংহতির হাওড়া জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী শ্রী মুকুন্দ কোলে জানান, বিভিন্ন গ্রামের লোকেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের গৃহপালিত পশুদের দূরাবস্থার কথা জানায়। তখনই হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে কিছু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাঁকরাইলের কুঠারী প্রফেসার্স প্রাইভেট লিমিটেড হিন্দু সংহতির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ২১ শে আগস্ট (শুক্রবার) সকালে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সুজিত মাইতি, শ্রী মুকুন্দ কোলে এবং কুঠারী প্রফেসার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রী নিশীথ যাশু ও সদস্যবৃন্দ আমতার নিকট প্রেম রোডে উপস্থিত হয়। আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। সেই মতো দেবান্দি, শ্যামপুর, পঞ্চমন্ডপ, আনুলিয়া, বাণেশ্বর, রামচন্দ্রপুর ও আমতা থেকে ১৫০ টি পরিবার সেখানে উপস্থিত হয়। প্রত্যেক গরু পিছু ১৬০ আঁটি বিচালি ও ৫ কেজি করে মেস দেওয়া হয়। মোট ৪০০ গরুর খাদ্য বিতরণ করা হয়। সারাদিনের এই কার্যক্রমে আগত মানুষদের দুটো করে কেক ও চকলেট দেওয়া হয়। স্বভাবত আশপাশের গ্রাম থেকে আসা মানুষ জনেরা খুব খুশী। তারা হিন্দু সংহতির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানায়, মানুষের জন্য ত্রাণ অনেকেই নিয়ে আসবে। কিন্তু গবাদি পশু বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিন্দু সংহতি ও কুঠারী প্রফেসার্স প্রাইভেট লিমিটেডকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কুঠারী প্রফেসার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রী নিশীথ যাশু জানিয়েছেন, হিন্দু সংহতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগামীদিনে বন্যা কবলিত অঞ্চলে ৮০০ টি শার্ট ও ৪০০ ছেলে মেয়ের পড়াশুনার জন্য খাতা-পেন ইত্যাদি দেবেন।

রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্মী পিযুষ সেনাপতি, কলকাতার কর্মী টোটন ওঝা ও আরও অনেকের দায়িত্বে সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন হয়।

রঘুনাথগঞ্জে ১০০ কেজি বিস্ফোরক সহ ধৃত ২ ঃ জঙ্গিযোগের সম্ভাবনা

গত শনিবার, ৮ ই আগস্ট ৩৪ নং জাতীয় সড়ক, অজগর পাড়া মোড় থেকে ১০০ কেজি বিস্ফোরক সহ ধরা পড়ল দু'জন। ওইদিনই ধৃতদের জঙ্গিপুর এ সি জে এম কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাদেরকে ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বিপুল পরিমাণ বোমার মশলা ছাড়াও ধৃতদের কাছ থেকে কিছু নাম, ফোন নম্বর পেয়েছে, যা থেকে তাদের বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা আছে বলে পুলিশ আশংকা করেছে।

ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, নদিয়া, দুই ২৪ পরগণা সহ খোদ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বোমার মশলা সরবরাহ করার কাজ করে চলেছে। এছাড়াও তাদের কাছ থেকে ১০-১২ টি বোমা তৈরির কারখানার হদিশ পাওয়া গেছে বলে সি আই ডি সূত্রে জানা গেছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং সালফারের মত সাধারণ মানের রাসায়নিক দিয়েও আই ই ডি তৈরী করে বড় ধরনের নাশকতা চালানোর যেতে পারে বলে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে নিয়ে গ্রেটার বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া ভিতরে ভিতরে এহ ভাবেই চলছে। এই বঙ্গের বিভিন্ন পকেটে মজুত করা হচ্ছে আগত ডাইরেক্ট একশনে ব্যবহারের জন্য হাতিয়ার। ছোট থেকে বড়, সব ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন পকেটে। ভোট রাজনীতির স্বার্থে সবাই এই আগত বিপদ সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে আছে। আজও যদি আমরা উদাসীন থাকি তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

২০২০-র মধ্যে ভারত দখল করবে আই এস

২০২০-র মধ্যে ভারত -সহ বিশ্বের বিস্তীর্ণ অংশ নিজেদের দখলে আনবে ইসলামিক স্টেট। প্রকাশ্যে এই কথা ঘোষণা করার পরই বিশ্ব জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে কোন কোন এলাকা তারা দখল করবে ইতিমধ্যে তা-ও ছকে ফেলেছে তারা। আই এস সম্প্রতি একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে চিন পর্যন্ত তারা নিজেদের দখলে আনবে। ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের একাংশ। এখানেই শেষ নয়, মানচিত্রে ওই জায়গাগুলির ইতিমধ্যেই তারা নামকরণ করে ফেলেছে তারা। সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের নামকরণ করা হয়েছে 'খুরাসান'। স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছে 'আন্দালুস'।

আই এস-এর পরিকল্পনা কি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? এ নিয়ে যাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁদের মনে রাখা উচিত দেশের নেতৃত্ব বার বার দেশভাগ অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা বলা সত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন হয়েছিল। তাই জেহাদ এদেশে একটি ঐতিহাসিক সত্য। বারুদের স্তুপ এদেশের মাটিতে মজুত আছেই, শুধু অগ্নিসংযোগের কাজটাই করবে। আই এস সারা বিশ্বে সেই কাজটাই করে চলেছে।

প্রসঙ্গত, ২০ বছর আগেই সাতটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিল আই এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাসাব-আল-জারকাউই। প্রথমত, ২০০০-'০৩-এর মধ্যে আমেরিকার 'ইসলামিক ওয়ার্লড'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে। দ্বিতীয়ত, ২০১০-'১৩-র মধ্যে আরব দেশগুলিতে গণঅভ্যুত্থান হবে। তৃতীয়ত, বিশ্বের বেশির ভাগ অংশ চলে আসবে এই জঙ্গিগোষ্ঠীর দখলে। প্রথম দু'টি ইতিমধ্যেই মিলে গিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত কি সম্ভব, এখন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাদের আরও ঘোষণা, যদি তারা তৃতীয় লক্ষ্যটি পূরণ করতে পারে তা হলে বিশ্বের বাকি অংশও নিজেদের দখলে আনতে চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও রাশিয়া-সহ ৬০ টি দেশ আই এস-এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে।

নির্বিঘ্নে বাবার মাথায় জল ঢালল দঃ ২৪ পরগনার পুণ্যার্থীরা

জয়নগর থানার অন্তর্গত জালাবেড়িয়ার গাজিয়াপাড়া নামে জামতলা রোডে প্রাচীন শিবমন্দিরে প্রতি বছর বিভিন্ন এলাকা থেকে পুণ্যার্থীরা বাবার মাথায় জল ঢালতে আসেন। ১৭ই আগস্ট ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। ঐ দিন মন্দিরে কয়েক হাজার পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। হিন্দু সংহতির কর্মীদের সহায়তায় দূর দূর থেকে আগত ভক্তের দল নির্বিঘ্নে তাঁদের পূজার কাজ সমাপন করতে পেরেছেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ঐ দিন মন্দিরে উপস্থিত থেকে সমস্ত কাজ দেখাশোনা করেন।

উল্লেখ্য, দু-বছর আগেও আশপাশের এলাকার সংখ্যালঘু দুষ্কৃতিরা পূজার কাজে ব্যাঘাত ঘটাত। মেয়েদের কটূক্তি করা, হাত ধরে টানাটানি, এমন কি শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাও ঘটতো সাধারণ পুণ্যার্থীরা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের মারধোর পর্যন্ত করা হতো। বছর দুয়েক আগে দুষ্কৃতিদের অভব্য আচরনের প্রতিবাদে এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে দুষ্কৃতিদের ব্যাপক মারামারি হয়। পুলিশ উভয় পক্ষের বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করে। কিন্তু পুলিশি নিস্ক্রিয়তাই সংখ্যালঘুদের বাড় বাড়ন্তের কারণ বলে সাধারণ এলাকাবাসীরা জানিয়েছে।

এই ঘটনার পর পরই হিন্দু সংহতির কর্মীরা শিব মন্দিরের দায়িত্ব নেয়। তাদের শক্ত প্রতিরোধের কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা গত বছর কোন নোংরামি করতে পারেনি। এবার শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী বাবার মাথায় জল ঢালতে আসেন। সেই উপলক্ষে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ সোমবার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সংহতি কর্মীরা পুণ্যার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পূজা দেবার ব্যবস্থা করে দেয়। সংহতির পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের ছোলা শশা ও গুড় বিতরণ করা হয়। দুষ্কৃতিরা এবার মন্দিরের আশেপাশে ঘেঁষতে সাহস করেনি। হিন্দু সংহতির তত্ত্বাবধানে ভক্তবৃন্দ কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিতে পূজা দেয়।

পুর্বস্থলী থানার সন্তোষপুরে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ ঃ তিন হিন্দু গ্রেফতার

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার পাটুলী ব্লকের অন্তর্গত সন্তোষপুর গঙ্গার ঘাটে হিন্দু মহিলাদের উত্যক্ত করাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ৮ জন আহত হয়েছে। আহতদেরকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ও পরে তাদের মধ্যে দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা চরম পর্যায়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন এলাকায় র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, পুলিশ প্রথমে ৬ জন হিন্দুকে আটক করলেও পরে ৩ জনকে ছেড়ে দিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্তিমিটিং ডাকা হলেও স্থানীয় হিন্দুরা জানিয়েছে, গ্রেফতার তিনজন হিন্দুকে নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে তারা শান্তি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন না।

বেশ কিছুদিন ধরেই মুসলিম দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। সম্প্রতি বন্যা কবলিত হিন্দুগ্রামের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী মুসলমানরা কেড়ে নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, পাটুলীর বিডিও মুজফফর মোল্লার পক্ষপাত মূলক আচরণের কারণে এলাকার হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। কয়েকদিন আগে এক মুসলিম ভ্যানচালক বেপরোয়া ভাবে এক হিন্দু পথচারীকে ধাক্কা মারে। প্রতিবাদ করায় ভুল স্বীকার করার পরিবর্তে তারা দলবদ্ধ হয়ে ওই আহত ব্যক্তিকেই ভয় দেখায়।

ঘটনার সূত্রপাত, কয়েকজন হিন্দু মহিলা গঙ্গায় স্নান করে বাড়ি ফেরার সময় মুসলিম যুবকেরা তাদের উদ্দেশ্য করে কটুক্তি করতে থাকে। স্থানীয় একজন হিন্দু প্রতিবাদ করলে সাহেবনগর, পিলা প্রভৃতি এলাকা থেকে মুসলমান দুষ্কৃতিরা জমায়েত হয়ে তার বাড়ি ভাঙচুর করে। দুষ্কৃতিরা আরও বেশী ক্ষতি করার আগেই এলাকার হিন্দুরা ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দুই পক্ষের সংঘর্ষে ৮ জন দুষ্কৃতি আহত হয়। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র‍্যাফ নামানো হয়েছে।

লস্কর জঙ্গিদের শিক্ষা দেয় আই এস আই ও পাক সেনা

সদ্য ধরা পড়া পাক জঙ্গি নাভেদ ওরফে উসমানকে জেরা করে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেড়িয়ে এসেছে। জেরায় নাভেদ জানিয়েছে লস্করে নিয়োগ করা সদস্যদের শিবিরে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিত পাক সেনাবাহিনি ও আইএসআই। পলিগ্রাফ টেস্টের পরদিন বুধবার (১৯ শে আগস্ট) নাভেদকে ফের শ্রীনগরে নিয়ে যায় এনআইএ। জেরায় সে যে সব তথ্য দিয়েছে, তা যাচাই করে দেখার জন্য এই সিদ্ধান্ত।

পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীকে পাকিস্তানি আই এস আই অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে থাকে, এই অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে করে আসছিল। নাভেদকে জেরা করে যেন সেই সত্যই উঠে এল।

১ম পাতার শেষাংশ

পঞ্চগ্রামের পর মোহনপুর - একই জেলা একই থানা

পুলিশ ঢোকে এবং দুজন হিন্দুকে গ্রেফতার করে। তাদের নাম -উজ্জল মন্ডল, পিতা- যতীন মন্ডল, মোহনপুর এবং সুমন হালদার, পিতা-কাশীনাথ হালদার,কামারপোল। এছাড়া আরো ৪২ জন হিন্দুর নামেণ এফ আই আর হয়েছে। কেস নং -৪৭৫/২০১৫। ডায়মন্ড হারবার কোর্ট থেকে তোলা নথি থেকে জানা যাচ্ছে যে জনৈক মোহনপুর খাঁপাড়া হেলাল মসজিদের সেক্রেটারি আনসার আলী লস্কর-এর অভিযোগ পেয়ে পুলিশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই কেস দায়ের করেছে। ফলে মোহনপুর, উত্তর কামারপোল, দক্ষিন কামারপোল ও মধ্য কামারপোল-এই চারটি গ্রামের প্রায় সমস্ত হিন্দু পুরুষ গ্রামছাড়া। মুসলিম যুবকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের সামনেই হিন্দুদেরকে হুমকি দিচ্ছে এবং টিটকিরি করছে। হিন্দুরা আতঙ্কিত, যে কোন সময় রাত্রে আবার গ্রামে আক্রমণ হতে পারে।

আশ্চর্যের কথা, উক্ত আনসার আলী লস্কর গত ২০ আগষ্ট কোর্টে একটি এফিডেভিট দিয়ে বলেন যে তিনি ভুলবশত ওই অভিযোগ করেছিলেন। তাই তিনি ওই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচেছন। তাঁর ওই এফিডেভিট-এর ভিত্তিতে কোর্ট ৪৪ জন হিন্দুকেই ২০ আগস্ট জামিন দিয়ে দেয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রায় সমস্ত থানার-ই হিন্দুরা মাঝে মাঝেই বাড়ী থেকে পালিয়ে, মাঠে ঘাটে রাত কাটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বাদ ও মমতা ব্যানার্জীর শাসনের সুখ অনুভব করছেন।

পরিচয়হীন মাদ্রাসার শিশুছাত্রদের মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার পথে শিয়ালদহে আটক করলো জি আর পি

গত ২রা আগষ্ট বিহারের পূর্ণিয়ার ৬২ জন শিশুছাত্রদের নিয়ে এক শিক্ষক মহারাষ্ট্রের এক মাদ্রসায় যাওয়ার পথে শিয়ালদহ স্টেশনে নামেন। ৬২ জন শিশুকে দেখে জিআরপি-র সন্দেহ হয়। শিশুদের জিজ্ঞাসা করলে তারা কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে, তা বলতে পারেনি। মাদ্রসার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও ২২ জন ছাত্রের পরিচয় দিতে পারেনি। এরপর জিআরপি কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের আটক করে বারাসাতে একটি হোমে পাঠায়। রেল পুলিশের দাবি ছিল বাচ্চাদের বাবা-মা উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিয়ে যেন ছেলেদের ফেরত নিয়ে যায়। সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু বেশকিছু ইসলামিক সংগঠন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বেলা ২টা থেকে শিয়ালদহ - রাজাবাজার চত্বর অবরোধ করতে শুরু করে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে অবরোধ মৌলালি পেরিয়ে এন্টালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ এই অবরোধের মধ্যে পড়ে নাকাল হতে থাকেন। অবরোধের এলাকার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল পড়ে, এনআরএস, ই এস আই। অবরোধকারীরা অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত যেতে দেয়নি। সন্ধ্যার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষদের আচরণ হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি সরকারি বাসে ভাঙচুর চালায়। একটি ট্রামেও আগুন দেয় তারা। আটকে পরা মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। অনেকেই গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেন। অবরোধ চলে প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। একই সঙ্গে পার্ক সার্কাস, জানবাজার প্রভৃতি জায়গায়ও বিক্ষোভ দেখায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। ফলে সারা কোলকাতা জুড়েই ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার অবরোধ তোলার জন্য প্রশাসনকে তৎপর হতে দেখা যায়নি। এমন কি ভাঙচুরের সময়ও পুলিশ ছিল নির্বিকার। সর্বত্রই এই অবরোধের বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ৩রা আগষ্ট শিশুদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তারা পূর্ণিয়ায় নিজেদের বাড়ি ফিরে যায়।

শেষ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে প্রশাসন। কলকাতার বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠনের প্রচেষ্টায় ঐসব শিশুদের পুণার মাদ্রাসায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই মতো ২১ শে আগষ্ট, শুক্রবার ৭০ জন শিশু বালক পড়ুয়াকে পূর্ণিয়া থেকে শিয়ালদা স্টেশনে আনা হয়। শনিবার দিনই তাদের পুনার ফায়েজ মোহাম্মদ মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহারাষ্ট্র সরকার কিছুদিন আগেই মাদ্রাসার স্কুল স্বীকৃতি বর্জন করেছে। তাদের দাবি মাদ্রাসাগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাই সরকারি স্বীকৃত স্কুলের মর্যাদা তারা পাবে না। এহেন পরিস্থিতিতে শিশু বিদ্যার্থীরা সেখানকার মাদ্রাসা থেকে শিক্ষালাভ করে নতুন কী জ্ঞান অর্জন করবে, সেটা ভবিষ্যৎই বলবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত বি সি সি আই-এর

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে যাওয়াতে সে দেশের সঙ্গে ক্রিকেট না খেলার সিদ্ধান্ত নিল বি সি সি আই। যারা ভারত বিরোধী জঙ্গিদের ও মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমকে আশ্রয় দেয়, তাদের সঙ্গে ক্রিকেট সম্পর্ক গড়ে তোলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। গত ২৩ শে আগষ্ট রবিবার এক সাক্ষাৎকারে বি সি সি আই সচিব অনুরাগ ঠাকুর এমনই কথা জানান। তিনি বলেন,''যতক্ষণ পাকিস্তান দাউদ ইব্রাহিমকে করাচিতে লুকিয়ে থাকার সুযোগ দিচ্ছে, ততক্ষণ পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট নয়। দাউদকে করাচিতে লুকিয়ে রাখা হবে আর তাদের নিরাপত্তা পরামর্শদাতারা এখানকার জঙ্গিদের কথা বলতে চাইবে। সেটা কী করে সম্ভব? পাকিস্তান কী সত্যি দুদেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চায়?'' তিনি আরও বলেন জঙ্গিদের সমর্থন করা না ছাড়লে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়।

আগামী ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমির-শাহিতে বি সি সি আই পাকিস্তানের সঙ্গে একটি সিরিজে ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানের আচরণ ও মনোভাব ভারত প্রশাসনকে যথেষ্ট হতাশ করেছে। তাই বোর্ড সচিব সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সীমান্তে জঙ্গি তৎপরতা বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ ক্রিকেটীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার কোন প্রশ্নই নেই। দু দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বি সি সি আই সচিব অনুরাগ ঠাকুরের এই বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

২৯ জন গরু পাচারকারীকে ধরল বি এস এফ

গোয়েন্দা দপ্তরের খবর অনুযায়ী গত ২৯শে আগস্ট শনিবার অভিযান চালিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৩২০টি গরু সহ ২৯ জন পশু পাচারকারীকে আটক করলো ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বিশাল সংখ্যক গবাদি পশু ওপারে পাচারের খবর আগেরদিনই পায় বি এস এফের গোয়েন্দা শাখার অফিসারেরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী শনিবার ভোর রাত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার সমরেশগঞ্জ থানা এলাকার নিমতিতা যুবাপুর সীমান্তে অভিযান চালায় বি এস এফ। অভিযানে ৩২০ টি গরু সহ পাচারকারী চক্রের ২৯ জন চাঁইকে আটক করা হয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ বলেন, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণার সীমান্তগুলি চোরাচালানকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। গরু পাচারের সঙ্গে সঙ্গে মাদক দ্রব্য, জালনোট, এমন কি প্রচুর বেআইনি অস্ত্রও ভারতে ঢুকছে। এখন থেকে সতর্ক না হলে আগামীদিনে এই পথেই ভাঙন আসবে।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন অতুল মালাকার। গত ৬ই আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। এমনিতেই সৎ পরিশ্রমী অতুলবাবু ছিলেন হিন্দুত্ববাদী। ২০১১ সাল থেকে হিন্দু সংহতির কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সংহতির কাজ করেছেন। অতুলবাবুর মৃত্যুতে হিন্দু সংহতি একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারালো। ১৯৬৮ সালের ৩১ শে অক্টোবর অতুলবাবু-র জন্ম হয়। তাঁর মৃত্যুতে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য শোক প্রকাশ করেছেন।

আগস্ট মাসেই মৌরীগ্রাম অঞ্চলের দুইল্যা গ্রামের বাসিন্দা হিন্দু সংহতির কর্মী মদন দাস পরলোকগমন করেন। তাঁর আত্মার শান্তিকামনায় হিন্দু সংহতির সভাপতি সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

আকাশবাণী

পবিত্র রায়

আকাশ বাণী....। নীলিমা সান্যাল খবর পড়ছি। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হল পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তীর্ণ এলাকা কেড়ে নিয়ে আইএসআইএস খিলাফত গঠন করেছে। খলিফা মনোনীত হয়েছেন আবু বকর আল বাগদাদী। খলিফার পদ গ্রহণ করেই উনি দখলীকৃত জমির মধ্যে বসবাসকারী অন্য জনবসতির বা ধর্মের মানুষদের ইসলামে দীক্ষিত হতে অথবা মৃত্যুবরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। খবরে আরও জানানো হয়েছে ১১ থেকে ৪৬ বছর অবধি বয়স্ক মহিলাদের যৌনাঙ্গ ছেদন করতে হবে। অন্ততঃ ৪০ লক্ষ মহিলা এর আওতায় আসবে। প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস তাদের ঘোষণায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলাম বিরোধী বলেছে এবং এটাকে কুফ্‌রি হিসাবে ধার্য করেছে। সূত্র থেকে জানা গেছে, আইএস জঙ্গিদের হাতে ইরাকের রামদি এবং সিরিয়ার পালমায়েরা শহরের পতন হয়েছে। দুটি শহরই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভরা। পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণগুলির নিরাপত্তা নিয়ে সারা পৃথিবী উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি অজ্ঞাত স্থান থেকে আলবাগদাদি রেডিও বার্তায় জানিয়েছেন, ইসলাম কখনওই শান্তির ধর্ম নয়, ইসলাম হল যুদ্ধের ধর্ম। পালমায়েরা হোক আর রামদিই হোক, আইএস-এর দখলে আসার পরেই সেখানে নির্বিচারে হত্যালীলা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি আইএস সংগঠন ভারতকে আক্রমণের নিশানা করেছে বলে জানিয়েছে, আমেরিকায় পরমাণু হামলার হুমকি প্রদান করেছে। তারা বলেছে, পাকিস্তান থেকে পরমাণু বোমা ক্রয় করবে। ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। ইতিমধ্যে আইএস সৌদি আরবের অভ্যন্তরে মসজিদে হামলা চালিয়ে একুশজনকে হত্যা করেছে।

এবার পূর্ব এশিয়ার খবর। জানা গেছে, ইন্দোনেশিয়ায় সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে শরণার্থীরা রক্ষা পেয়েছে। উল্লেখ্য, মাঝ সমুদ্রে ১০ জন রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বর্তমান মায়ানমার দেশের রাখাইন এলাকার মেইখটিলা অঞ্চলে স্থানীয় রোহিঙ্গা ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে জাতিদাঙ্গা শুরু হয়। আর তারপর থেকেই রোহিঙ্গারা শরণার্থী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতেও এইরূপ কিছু রোহিঙ্গার উপস্থিতি জানা গেছে। শুধু রোহিঙ্গারাই নয়, পশ্চিম এশিয়া থেকে বহু মুসলমান দেশত্যাগ করে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পথে ইউরোপ পাড়ি দিচ্ছে। অনেকে মারাও যাচ্ছে। চীনের খবর - জিনজিয়াং এলাকার উইঘুর মুসলমানরা জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকছে। চিনা হান সম্প্রদায়ও প্রশাসনিক ব্যাক্তিদের উপর যত্রতত্র হামলা চালাচ্ছে। গত বৎসর চিনা প্রশাসন উইঘুরদের উপর রোজা রাখা নিষিদ্ধ করেছিল। তাদেরকে চিনা ভাষায় নামাজ পড়তে বাধ্য করে। এবারও তেমনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। উইঘুররাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা রেল স্টেশনে ছুরি হাতে হামলা করে বহু মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করেছে।

আমেরিকা থেকে সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, আইএসকে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদী মনে করে। আর তালিবানরা সশস্ত্র বিদ্রোহী। জার্মানি থেকে জানা যায়, জার্মানির নামী সাংবাদিক ঘুরগেন টোডেন হোপার দশ দিন আইএস হেপাজত কাটিয়ে এসেছেন। সিরিয়ার আইএস পৃথিবী থেকে সর্বধর্ম বিনাশের ছক করে ফেলেছে।

বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার বলছি। পশ্চিম এশিয়ার আইএসদের বিজয় অব্যাহত। আবুবকর আল বাগদাদি জানিয়েছেন,''ইসলাম শান্তির ধর্ম নয়, যুদ্ধের ধর্ম''। রোহিঙ্গারা সমুদ্র পথে দেশত্যাগ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দিকে পাড়ি দিচ্ছে। আইএস পৃথিবী থেকে সমস্ত ধর্ম বিনাশের ছক করে ফেলেছে। খবর পড়া এখনকার মত শেষ হল।

এখন সংবাদ পর্যালোচনা ঃ- এটি লিখেছেন সরকার খবিরুদ্দিন

বর্তমান পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদ একটি মাথা ব্যাথার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম এশিয়া কোনদিনই শান্ত ছিল না। মহানবীর আমলেও প্রচুর যুদ্ধ বিগ্রহ ও গণহত্যা চলিয়াছে। মহানবী বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়াছেন। হত্যাও করিয়াছেন। তবুও উহাকে খুব বেশী দোষারোপ করা যায় না। কারণ হইল ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করিবার জন্য মহানবীকে ঐরূপ করিতে হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। বর্তমান কালের আই এসও সারা পৃথিবীতে আপন ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক ব্যবহার, হত্যা প্রভৃতি করিলেও উহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ হইল উহারা ধর্মের জন্যই যাহা করিবার তাহাই করিতেছে। আর ধর্মের জন্যই যদি সবকিছু ছাড় দেওয়া যায়, তাহা হইলে মায়ানমারের বৌদ্ধদিগকেও দোষ দেওয়া সমীচীন নয়। কারণ হইল উহারা রোহিঙ্গাদের দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে ঠিকই, আইএস কি করিতেছে না? মহানবী কি দেশত্যাগ করিবার জন্য ইহুদিদিগের বাধ্য করেন নি? অর্থাৎ অসহনশীলতা সহ্য করিতে করিতে বৌদ্ধগণও আজ অসহনশীল হইয়া উঠিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ত্যাগ করিয়া 'অস্ত্রং শরণং গচ্ছামি' মান্য করা শুরু করিয়াছেন। সব চাইতে অবাক হইতে হয় আমেরিকার প্রতিক্রিয়া দেখিয়া। সভ্যতার প্রতিভূ মূল্যবোধের প্রতীক হিসাবে আইএসকে সন্ত্রাসবাদী ও তালিবানকে বিদ্রোহী বলে বোঝা যায় না। দুইটি সংগঠনেরই উদ্দেশ্যে ও কার্যক্রম এক হওয়া সত্ত্বেও আলাদা মূল্যায়ন করিবার জন্য মার্কিনীরা সভ্য জগতের সন্দেহের তালিকায় অবশ্যই পড়িবেন। ''ভাবের ঘরে চুরি'' বোধহয় ইহাকেই বলে। আরও একটি সঙ্গত প্রশ্ন না করিলেই নয়। আইএস এত দিন যাবৎ যুদ্ধ চালাইবার মত রসদ পাইতেছে কোথা হইতে? আমেরিকার শক্তিশালী বিমান আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া একটির পর একটি এলাকার পতন ঘটাইতেছেও বা কোন উপায়ে?

পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে দুই চারটি কথা অবশ্যই বলিতে হয়। অদ্যকার দিনে রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখিয়া সভ্য সমাজের নীরবতা রক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এই বিষয়ে বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় আইএস এর অত্যাচারে দিশাহারা হইয়া ইয়েজিদি এবং কুর্দরা যখন তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, তখন নীরবতা পালন করা কি ঠিক হইয়াছে? কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত হইয়া পন্ডিতগণ যখন নিজভূমে পরবাসী হইয়া জীবন যাপন করে, তখন সভ্য সমাজের মূল্যবোধ দেখিয়া লজ্জা পাইতে হয় না? মহানবী বলিয়াছেন বিপর্যয় পূর্ব দিক হইতে শুরু হইবে। যতক্ষণ ঢালের মত মুখ বিশিষ্ট মানুষের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ না হইবে, ততক্ষণ কেয়ামত আসিবে না। চীন এবং মায়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া মহানবীর কেয়ামতের আলামত হিসাবে ধরিতে পারি কি? মহানবীর কথা কিন্তু কখনোই মিথ্যা হইতে পারে না।

মনে রাখা দরকার জাতীয়তাবাদ ছাড়া কোন জাতির উত্থান হয় না। আবার অত্যধিক গোঁড়ামিও জাতীয়তাবাদ ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। প্রমাণ হিসাবে জার্মান জাতিকে সহজেই দেখানো যায়। সারা পৃথিবী শাসন করিবার ইচ্ছা পোষণের জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। আইএস এর সারা পৃথিবী হইতে

শেষাংশ ৮ পাতায়

হিন্দু বাঙালীর বধ্যভূমি আসাম

(১ ম পর্ব)

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

আসাম আজ খবরের শিরোনামে। ইন্দ্রাণী, শিনা, পিটার, মিখাইল - এই নামগুলো সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের সুবাদে সবার সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আসামের বুকেই সেখানকার হিন্দু বাঙালীদের উপরে চলছে নিঃশব্দ সন্ত্রাস। সে খবর ক'জন রাখে? বিদেশী বলে চিহ্নিত করে তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। এদের মধ্যে অনেককে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে—যার পোষাকি নাম ডিপোর্টেশন। পরিসংখ্যান বলছে, আসামের ৩ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১ কোটি হিন্দু বাঙালী। এদের মধ্যে আনুমানিক ৪০ লক্ষ লোকের কাছে ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মত কোন কাগজপত্র নেই! এদিকে ১৯৫১ সালের পরে এই ২০১৫ সালে আসামে NRC (National Register of Citizens) আপডেটের কাজ শুরু হয়েছে। এই রেজিস্টারে যাদের নাম নথিভুক্ত করা হবে, ভবিষ্যতে তারাই ভারতের নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হবেন। বাদবাকী সবাই হয়ে যাবেন বিদেশী। তাদেরকে খুঁজে বার করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের নাম এই রেজিস্টারে তোলা হবে? সরকারী বিজ্ঞপ্তি বলছে, (১) ১৯৫১ সালের রেজিস্টারে যাদের নাম নথিভুক্ত আছে, (২) ১৯৭১ এর ভোটার তালিকায় যাদের নাম নথিভুক্ত আছে এবং (৩) উপরোক্ত দু'টি না থাকলে ১৯৭১ এর ২৪ শে মার্চ রাত্রি ১২ টার আগে আসামে বসবাসের প্রামাণ্য নথি (সরকার নির্দিষ্ট) যাদের কাছে আছে - তারাই NRC তে নাম তোলার অধিকারী।

প্রথমেই বলা দরকার, এই NRC আপডেটের বিষয়টা আসামের মত সীমান্তবর্তী রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে অবাধে লাগামছাড়া অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলস্বরূপ আসামের জনবিন্যাস দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে। এতে একদিকে আহোম, বোড়ো, রাভা, কার্বি, ডিমাসা প্রভৃতি অসমীয়া জনগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ছে, পাশাপাশি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার উপরে সঙ্কটও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসাম এখন মুসলিম জনসংখ্যার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ, জম্মু-কাশ্মীরের পরেই অবস্থান করছে। আসামের নয়টি জেলা বর্তমানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যটি যে দ্বিতীয় কাশ্মীরে পরিণত হতে চলেছে, তা দিনের আলোর মত পরিস্কার। তাই NRC আপডেট হওয়া এবং বিদেশীদেরকে চিহ্নিত করে ভারত থেকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত আবশ্যক - এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল বিদেশী কারা?

দেশ বিভাজনের অনেক আগে থেকেই আসামে বাঙালী জনসংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। ইংরেজরা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য অধুনা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষিত বাঙালীদের আসামের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়েছিল। আসামে প্রচুর পরিমাণে উর্বর কৃষিজমি ছিল কিন্তু অসমীয়ারা কৃষিকাজে ততটা অভিজ্ঞ ছিল না। ফলে কৃষিকাজে অভিজ্ঞ বাঙালীদেরকে আসামে এনে বসানো হয়েছিল প্রচুর সংখ্যায়। কিন্তু মুসলমান বাঙালীদের আসামে ছড়িয়ে পড়াকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯১৬ সালে নগাওঁ এর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার 'লাইন সিস্টেম' নামে একটি ব্যবস্থা শুরু করেন। এর শর্ত ছিল, সরকারের নির্দিষ্ট করা সীমারেখার বাইরে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করতে পারবে না। কিন্তু ১৯৪০ সালে মহম্মদ সাদুল্লা (তৎকালীন প্রিমিয়ার) এই লাইন সিস্টেম বাতিল করে আসামকে মুসলমানদের অবাধ বিচরণ এবং বসতি স্থাপন করার মুক্তাঞ্চলে পরিণত করেন। ১৯৪২-৪৩ এ খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে 'Grow more food' স্কিমের অছিলায় সাদুল্লা সাহেব অধুনা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে মুসলমান আমদানী করে আসামে তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। এ সবই ছিল আসামকে দারুল ইসলামে পরিণত করার চক্রান্ত, যা আজও চলছে।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবনগরে অস্ত্র কারখানার সন্ধান, ধৃত ১

মালদহের বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে ফের অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ওই কারখানা থেকে অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক ওয়ান শটার উদ্ধার হয়েছে। অস্ত্র তৈরির সময় পুলিশ হাতেনাতে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বৈষ্ণবনগরের চক সেহেরদির লিচুবাগানে বৃহস্পতিবার (২৭ শে আগষ্ট) রাতে হানা দেয়। লিচুবাগানের একটি ঘরের মধ্যে অস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। পুলিশ সিরাজ শেখ (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সে বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা। তবে অস্ত্র কারখানাটির মালিক এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতি লতিফ শেখ। সে মুঙ্গের থেকে সিরাজকে এনে বেআইনি অস্ত্র কারখানাটি তৈরি করেছিল। পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে ৩০ রকমের অস্ত্র সরঞ্জাম, কয়েকটি ওয়ান সাটার ও দুটি অত্যাধুনিক পাইপগান উদ্ধার করেছে। মূল অভিযুক্ত লতিফ ঘটনার পর থেকে ফেরার। জেলার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দোপাধ্যায় বলেন, বাগান মালিক ও লতিফের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

একই দিনে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার পিটি এস মোড় থেকে ২ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃত ব্যক্তির নাম ওহিদুল রহমান, বাড়ি কালিয়াচ থানার দেওলাপুরে। উদ্ধার হওয়া নোটগুলি সবকটিই হাজার টাকার। ধৃত ব্যক্তি ক্যারিয়র হিসাবে কাজ করতো বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃত ব্যক্তি কাকে এই টাকা দিতে যাচ্ছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

হিন্দুর সম্পত্তি জোর করে দখল করছে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে শাসক দল আওয়ামি লীগের লোকেদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তি জোর করে দখলের অভিযোগ থাকলেও এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী-সাংসদের নাম। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয় ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী খোন্দকর মুশারফ হুসেনের বিরুদ্ধে জোর করে হিন্দু বাড়ি দখলের অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে ভাজনডাঙার জমিদার সতীশচন্দ্র গুহ মজুমদারের বাড়ি জোর করে দখল নিয়ে জমিদার বাড়ির পুরানো ভবন গুঁড়িয়ে দিয়েছে হুসেন। প্রায় ৮ বিঘা জমিসহ প্রাক্তন জমিদার বাড়িটি দখল করেছেন। বাড়িটির বাজার মূল্য ৭০ কোটি টাকা হলেও মাত্র ২ কোটি টাকায় বিক্রির জন্য মালিকের উপর চাপ দেওয়া হয়।

এছাড়া, শাসকদলের প্রভাবশালী আরও তিনজন সাংসদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর পরও কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার ক্ষুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ।

সম্প্রতি হিন্দু সম্পত্তি দখল করার জন্য প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর বিশ্বাস হুসেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পরিবারের ১৪ জনের প্রাণ যায়। এ হেন সাংবাদিককেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। তবে দেশজুড়ে প্রবল প্রতিবাদে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সরকার।

শেখ হাসিনার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও হিন্দু নেতাদের অভিযোগ, তদন্ত কমিটিতে যাদের রাখা হয়েছে তারা সবাই মন্ত্রীর লোক। তাই সুবিচারের কোন সম্ভবনা নেই। এদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেছেন, জয়বাংলা শ্লোগান দিয়ে ও ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে সংখ্যালঘুদের জমিজমা, দোকানপাট, বাড়িঘরে হামলা, নির্যাতন সহ দখলদারি চলছে। সম্প্রতি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দু সম্পত্তি দখলের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইন ও দ্রুত বিচার আইনের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে।

এদিকে, উত্তরের জেলা গাইবান্ধার রামগঞ্জ মিশন ও আশ্রমের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের সাংসদ মাহবুব আরাগিনির বিরুদ্ধে। স্বরূপকাঠিতে জনৈক হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান দখলের অপচেষ্টা চলছে। লক্ষ্মীপুরের দালাল বাজারে সরকারী দলের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসীরা জমিদার বাড়ির ৩৬ একর দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেছে। নাটোরের সিংড়ায় মুক্তিযোদ্ধা ননীগোপাল কুন্ডু ও তাঁর স্ত্রী চিত্রারানিকে খুন করা হয়েছে। হবিগঞ্জের মাধবপুরে কলেজ ছাত্রী শিল্পী রানিকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপরে সন্ত্রাস চালিয়ে তাদের জায়গা দখল করেছে জাবেদ কায়সারের সন্ত্রাসী বাহিনী। এ ছাড়া, আরও অনেক এলাকায় শাসক দল আওয়ামি লীগের নেতাকর্মীরা হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে সরকারি দলের অফিস ও মুক্তিযোদ্ধাদের অফিসের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সংখ্যালঘু ঐক্য পরিষদ।

মেয়েকে ধর্ষণের পর হত্যা ঃ আদালতে মুক্ত সৌদি ধর্ম প্রচারক

নারকীয়, পৈশাচিক কোন বিশেষণ ব্যবহার করেও এই নৃশংস ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। নাবলিকা শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করলো এক পিতা , যার পরিচয় একজন ধর্মপ্রচারক হিসাবে। এমন নৃশংস ঘটনা ঘটানোর পরও আদালত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছে। কয়েকদিন আগে এমনই ঘটনা ঘটেছে সৌদি আরবিয়ায়।

মাত্র পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করার পর হত্যা করলো এক সৌদি পিতা। হত্যাকারী সৌদি আরবের তারকা ধর্ম প্রচারক ফায়হান আল ঘামদিকে মুক্ত করে দিয়েছে দেশটির আদালতে। নিজের মেয়ে লামাকে উপুর্যপরি ধর্ষণের পর নির্মম নির্যাতন করে হত্যার দায় থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে 'রক্তপণ' বা ব্লাডমানির বিনিময়ে।

শরণখোলায় ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে ছুরিকাঘাত

বাংলাদেশের বাগেরহাটের শরণখোলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দেবী (১৮) নামে এক কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে ছুরি দিয়ে কোপালো দুষ্কৃতিরা। পরে তারা একটি বসত বাড়িও ভাঙচুর করে। আহত দেবীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি কেস দায়ের করা হয়েছে। ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায় যে গত শুক্রবার (১৪ ই আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে উপজেলার ধানতলা গ্রামের প্রফুল্ল সমাদ্দারের মেয়ে ও বরিশাল অমৃতলাল দে কলেজের ছাত্রী দেবী সমাদ্দারকে শ্লীলতাহানির পর ছুরি দিয়ে আঘাত করে দুষ্কৃতিরা, পার্শ্ববর্তী মোড়েলগঞ্জের পশ্চিমচিপা বারইখালি গ্রামের মইদুল হাওলাদার (৩০), আলমগীর চাপরাশি (৩৬), কালু হাওলাদার (৩৬), নাইম চাপরাশি (১৮), মহারম চাপরাশি (৪০) দেবীর উপর হামলা চালায়। এ সময় দেবী দৌড়ে কাছাকাছি জনৈক কৃষ্ণ ব্যাপারীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। হামলাকারীরা ওই বাড়ি ভেঙে দেবীকে অপহরণের চেষ্টা করে এবং ওই বাড়ির প্রার্থনা মন্দির ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। বাড়ির লোকজনের চিৎকারে গ্রামবাসী এগিয়ে এলে দুর্বত্তরা পালায়।

দেবীর পিতা প্রফুল্ল সমাদ্দার জানান, ভার ভোগদখলী ২ একর ৬৪ শতক জমি জাল দলিল করে গত ১১ ই জুলাই দখল করার চেষ্টা করে ভারতে মানুষ পাচারকারী মহিদুল। এ সময় তারা সোনার চেন, ঘেরের গলদা ও বাগদা চিংড়ী এবং অন্যান্য মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে শরণখোলা থানায় মামলা দায়ের করার পর দুর্বত্তরা আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। তারই ফল মেয়ের উপর এই নারকীয় আক্রমণ।

হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য এবং সহ সভাপতি দেবদত্ত মাঝি আসামে বর্তমান বাঙালীর দূরাবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানের বাঙালীর করুণকাহিনি সত্যিই হৃদয় বিদারক। এমনই একজন মহিলা বরোদা সুন্দরী বিশ্বাস (৭০, স্বামী-সুকুমার বিশ্বাস)। যাঁর জন্ম এই ভারতবর্ষে। বর্তমান বাস আসামের মরিগাঁও জেলার কাসশিলা গ্রামে। তার চার ছেলে। কিন্তু তিন ছেলে ভারতীয় বলে পরিচয় পেলেও ছোট ছেলে দিলীপ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী রমনী বিশ্বাস এবং তাদের দুই মেয়ে কল্পনা (১৪) ও অর্চনা (১০) সপরিবারে বিদেশী হিসাবে জেল খাটছে। বিগত ৭ বছর তারা ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক আছেন। যখন তাদের জেলে পাঠানো হয় তখন কল্পনার বয়স ছিল সাত এবং অর্চনার বয়স ছিল তিন বছর। পরিচয়পত্র, জন্মসূত্রের প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও আসাম প্রশাসনের মন টলানো যায়নি। তিন পুত্র কাছে থাকা সত্ত্বেও ছোট ছেলের শোকে মুহ্যমান বরোদা সুন্দরীর মাতৃহৃদয়ের হাহাকার শুনে এলেন হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিরা। দিলীপ বিশ্বাসের মতো আরও অনেক বাঙালী বিনা অপরাধে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক হয়ে আছেন।

কাশ্মীরে ধৃত পাক জঙ্গি

আজমল কাসভের পর নাভেদ। তারপর একমাস কাটতে না কাটতে আবার জম্মু কাশ্মীরে ধরা পড়ল এক পাকিস্তানি জঙ্গি। উধমপুরের ঘটনায় ধৃত জঙ্গি নাভেদ নিজেই স্বীকার করে নেয় তার বাড়ি পাকিস্তানে। এমন কি যে তার পাকিস্তানের বাড়ির ফোন নম্বরও দেয়। এ দিনের ঘটনা (২৬শে আগষ্ট) ফের প্রমাণ করলো ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসের নেপথ্যে পাকিস্তানের যোগসূত্রকে।

ধৃতজঙ্গি জেরায় জানিয়েছে, তার নাম সাজাদ এবং জাভেদ ওরফে আবু উবাইদুল্লাহ। তার বাড়ি পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের মুজাফ্ফর গড়ে। ভারতে বড় ধরণের সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর জন্যই সে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে নিয়ে ভারতে ঢুকেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। উরি সীমান্তে কাজিনগর এলাকায় সেনাবাহিনির সঙ্গে সংঘর্ষে এক জঙ্গির মৃতদেহ এবং একটি একে ৪৭ রাইফেল পাওয়া গেছে।

ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে যাওয়া ১১ ভারতীয় আটক

কট্টরপন্থী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আইএস-এ যোগদান, সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক সাহায্য করার পরিকল্পনার অভিযোগে ১১ জনকে আটক করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। গত আগস্ট মাস থেকে এব্যাপারে ইউ এ ই প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি ফেসবুকে আইএস-এর হয়ে পোস্ট করার জন্য কেরলের দুই নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ইউএই প্রশাসন। কিছুদিন আগেই তাঁরা দেশে ফিরেছেন।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ইউ এ ই নিরাপত্তা বাহিনী এমন দুটি ভারতীয় দলের কথা জানতে পেরেছে যারা আইএস-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদের মধ্যে একটি দল আবুধাবি এবং অন্যটি দুবাই থেকে তাদের কাজ পরিচালনা করছে। সোস্যাল মিডিয়ায় তারা আইএস মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনে জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ। দল দুটি ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এতে কিছু পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশী নাগরিকও রয়েছেন বলে জানা গেছে।

গ্রেফতার হওয়াদের মধ্যে ৮ জন আবুধাবি এবং ৫ জন দুবাইয়ের। আটক করা হয়েছে এক পাকিস্তানি এবং এক বাংলাদেশীকেও। আইএস-এ সদস্য অন্তর্ভুক্তি, আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং যারা জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের সবধরণের সহযোগিতা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে আটকদের বিরুদ্ধে। গোয়েন্দাদের ধারণা, গ্রেফতার হওয়া এই ১১ ভারতীয় নাগরিক একে একে ইয়েমেন বা তুরস্ক হয়ে সিরিয়া পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনায় ছিল। তারা বর্তমানে অর্থ জোগাড়ের কাজে ব্যস্ত ছিল।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ১৭ ভারতীয় নাগরিক এই জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে। এবার নতুন করে জেহাদি সংগঠনে যোগদানে ইচ্ছুক এই ১১ ভারতীয়ের কথা প্রকাশ্যে আসায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দেশে ফেরত পাঠানো দুই কেরলের নাগরিক ইউ এ ই-তেই লেখাপড়া করেছেন বলে জানা গেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় তারা সেখানেই কাটিয়েছেন।

ইসলামিক স্টেটে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয়দের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি সংগঠন ত্যাগ করে ফিরে আসাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে, তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে অচিরেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে নাকি শুধুমাত্র হুমকি দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনা চলছে।

ইউ এ ই প্রশাসন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নাগরিকদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাই এই ১১ জন ভারতীয়ের ভাগ্যে কী আছে সে ব্যাপারে চিন্তিত কেন্দ্র। যদি দুই কেরলের নাগরিককে ইতিমধ্যেই দেশে ফেরত পাঠিয়েছে ইউ এ ই প্রশাসন। কিন্তু আটক করা বাকি ১১ ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে কোনও চার্জ গঠন করা হয়নি। এ ব্যাপারে এক ভারতীয় সরকারি আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, যদিও এই ১১ জনের বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করেনি সে দেশের প্রশাসন, তবে তদন্ত চলছে। তদন্তের উপর নির্ভর করেই তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে। তবে কেন্দ্রের আশা, তাদের বিরুদ্ধে লঘু মামলা দায়ের করাই হবে। কারণ তারা শুধুমাত্র সিরিয়া বা ইরাক যাওয়ার পরিকল্পনায় ছিলেন।

এ দিকে, দেশে ফিরে আসা কেরলের দুই নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করছেন কেরল পুলিশ এবং আইবি-র আধিকারিকরা। কেরল পুলিশের বরিষ্ঠ আধিকারিক জানিয়েছেন আই এস-এর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ব্যাপারে আরও তথ্য বের করতে উভয়কে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে তবে তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। তাদের গ্রেফতার করা হবে কি না শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে বিতর্ক চলছে বলেও জানা গেছে।

কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে জোর করে জমি দখল

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত রথতলার ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কালীদাস পাল (পিতা মদন মোহন পাল) এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। গত ৩রা আগস্ট আনুমানিক রাত ১২-১৫টা নাগাদ জামালউদ্দীন মোল্লা (পিতা-মৃত আব্দুল মোল্লা) পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক নিয়ে কালীদাসবাবুর জমিতে জোর করে দোকানঘর তৈরি করতে থাকে। শব্দ শুনে কালীদাসবাবু এসে দেখেন দোকানঘর অনেকখানি গাঁথা হয়ে গেছে এবং জামাল দোকানে সাটার লাগানোর কাজ করছে। কালীদাসবাবু তাদের বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। এইসময় জামালউদ্দীন ও তার সঙ্গীসাথীরা কালীপদবাবুকে তার জমি থেকে উৎখাত করার হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য যে এর আগেও জামালউদ্দীন ঐ একই জায়গায় দোকানঘর তৈরির চেষ্টা করেছিল। তখন তাদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার নম্বর এম জি ১০৬৩ এ /২০১৪, যার রায় আদালত কালীদাস বাবুর পক্ষে দেন। এছাড়াও আসামীদের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা (এম পি ৩০০০ / ২০১৪) দায়ের করেন কালীদাস বাবু যার রায়ও আদালত তার পক্ষে দেন।

কিন্তু জামালদের ঔদ্ধত্য এতদূর পর্যন্ত যে কোর্টের নির্দেশকেও তারা মান্য করতে চায় না। ৩ তারিখ রাত্রে তারা সদলবলে এসে উক্ত জমিতে দোকানঘর তৈরি করতে লাগে। সামনে সাটার লাগাবার সময় শব্দ শুনে কালীদাসবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জামালদের বাধা দেয়। কথা কাটাকাটির মধ্যেই জামাল সহ কয়েকজন কালীদাস বাবুকে মারধোর করতে লাগে এবং তার গলা টিপে খুন করার হুমকিও দেয়। কালীদাস বাবুর চিৎকারে তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়ে ছুটে এলে তারাও দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। দুষ্কৃতিরা তাদের সঙ্গেও অশালীন আচরণ করে। কালীদাসবাবুর অভিযোগ দুষ্কৃতিরা তার মেয়ের শ্লীলতাহানিও করেছে।

এমন অবস্থায় কালীদাসবাবু জয়নগর থানায় ফোন করলে থানা থেকে পুলিশ আসে। কিন্তু যারা কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তারা পুলিশকেই বা মানবে কেন? বর্মনবাবু নামক এক অফিসার কাজ বন্ধ করতে বললে জামালউদ্দীন ঐ অফিসারের জামার কলার ধরে শাসায়। এতে পুলিশ দমে না গিয়ে জামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানার লকআপে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু সময় পরে কোন কেস না দিয়ে থানার অপর এক মুসলিম অফিসার জামালকে লক আপ থেকে বের করে ছেড়ে দেয়। আসামীকে খোদ পুলিশই লকআপ থেকে বের করে দেওয়ায় এলাকাবাসীরা যথেষ্টই ক্ষুব্ধ।

হিন্দু সংহতির জয়নগর অঞ্চলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী রাজকুমার সরদার জয়নগর থানায় ফোন করে ও সি কে জানান যে পুলিশই যদি আসামীকে থানার লকআপ থেকে বের করে ছেড়ে দেয় তাহলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার ওসি-র ভূমিকা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে তিনি কিছু মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। অবিলম্বে কালীদাস পালের জমি থেকে দোকানঘর না হটালে এবং দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার না করলে পথে নেমে আন্দোলন করার কথা হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

৬ পাতার শেষাংশ

আকাশবাণী

অন্যসকল ধর্মকরণ আবার ইসলামের বিনাশকরণ ডাকিয়া আনিবে না তো? মহানবীর কথার সহিত কেমন যেন মিল মনে হইতেছে!

ভয় হইতেছে বর্তমান পৃথিবীর নেতা শূন্যতা দেখিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিল, রুজভেল্ট, স্তালিন, গান্ধী, সুভাষ- কত না নেতার সমাহার! পরবর্তীকালে নাসের, আরাফত, ইন্দিরা, ম্যান্ডেলা, থ্যাচার, গোল্ডমেয়ার, রেগন—ইঁহারাও কম যান না। বর্তমানকালে সারা পৃথিবীতে নেতৃত্বই সৃষ্ট হয় না। জঙ্গি ইসলামের বিরুদ্ধে কে দেবেন নেতৃত্ব? ভরসা এক জায়গাতেই। যুদ্ধই যদি ইসলাম হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণ অনুবাদের মাধ্যমে উহাদের যুদ্ধনীতি অমুসলিমদের মধ্যে জানাইয়া দিয়াছেন। আর এখানেই অমুসলিমরা সুবিধা পাইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগীয় সময়ে ইসলামের জয়রথ যেমন দ্রুত গড়াইয়াছিল, খুব সম্ভবতঃ তেমনটি আর হইবে না।

কাহারও জয়রথ গড়াইতে থাকুক আর নাই থাকুক, উহা বিচার্য বিষয় নহে। আমরা সাধারণ মানুষ শুধু শান্তিতে বসবাস করিতে পারিলেই খুশি। বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি আমাদের আবেদন, রাজনীতির কূটকাচালিতে আপনারা যাহা করিবার করুন -আমাদের শান্তি যেন বজায় থাকে ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

নন্দীগ্রামে চাঁদা তোলা নিয়ে সংঘর্ষ

নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি এলাকায় চাঁদা তোলা নিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ল উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এই ঘটনায় পুলিশ প্রথমে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে খোদামবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ছেলে সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৩শে আগস্ট (রবিবার) নন্দীগ্রামের খোদামবাড়িতে ঘটনাটি ঘটেছে।

ঘটনার সূত্রপাত বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা তোলা নিয়ে। নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ি বড়পুলের উপর রাস্তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছু যুবক বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা তুলছিল। একটি ট্রাক থামিয়ে চাঁদা চাইলে চালক চাঁদা দিতে অস্বীকার করে। কিছু যুবক ট্রাক চালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেও বাকিরা তাদের থামিয়ে ট্রাকটিকে চলে যেতে বলে। ঘটনায় জড়িত এক যুবক বলে, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চাঁদা তোলা হয় ঠিকই, কিন্তু কোন জোরজুলুম করা হয় না। ঠিক এই সময় মৎসজীবীদের একটা গাড়ি পিছনে এসে পড়ে। এরা সবাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ঘটনাচক্রে ট্রাক ড্রাইভারও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিল। তারা ট্রাক ড্রাইভারের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে রেগে যায় এবং হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে কটু মন্তব্য করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকেরা মৎসজীবীদের মারধোর করে। ট্রাক ড্রাইভারও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশের সঙ্গে যুবকেরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন ঘটনাস্থল থেকেই পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে খোদামবাড়ি-১ পঞ্চয়েতের প্রধানের ছেলে সুমনকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সোমবার পুলিশের কথামতো খোদামবাড়ির যুবকেরা থানায় গেলে দেখে আগে থেকে সেখানে প্রচুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এসে হাজির। তারা পুলিশের সামনেই খোদামবাড়ির যুবকদের মারধোর করে। কিন্তু আশ্চর্যের পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। ধৃত সাতজন হিন্দু যুবকের হলদিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দুপ্রধান গ্রামেও দুর্গা পুজোয় বাধা, প্রশাসনের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

একদিকে মুসলিম সম্প্রদায়, অন্যদিকে প্রশাসনিক বাধায় তিন বছর ধরে দুর্গাপুজো করতে পারছে না একটি হিন্দু প্রধান গ্রাম। প্রশাসনের কাছে আবেদন করেও কোনও সাড়া মেলেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হিন্দুদের আবেদন সবিনয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বারবার। অসহায় গ্রামবাসীরা এবার পুজো করতে চেয়ে ফের রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

ঝাড়খন্ড সীমান্তের লাগোয়া বীরভূম জেলার নলহাটি থানার কাংলাপাহাড়ি গ্রামে প্রায় ৩০০ হিন্দু পরিবারের বসবাস। মুসলিম পরিবার রয়েছেন ২০ টি। এই গ্রামে কোনও দুর্গাপুজো না হওয়ায় গ্রামের মানুষদের ৩-৪ কিলোমিটার দূরে পার্শ্ববর্তী ভবানন্দপুর কিংবা হরিদাসপুর গ্রামে পুজো ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে যেতে হয়। সমস্যার কথা ভেবে বছর তিনেক আগে গ্রামের বাসিন্দারা ২৫ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। কাংলাপাহাড়ি দুর্গামন্দির কমিটি নামে একটি কমিটি গড়ে পুজো করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। গ্রামের বাসিন্দা মোহনলাল সাউ মন্দির গড়ার জন্য ২ শতক জমি জায়গা দান করেন। গ্রামবাসীদের সাহায্যে সেই জায়গায় গড়ে ওঠে মাটির দেওয়ালের দুর্গা মন্দির। গড়া হয় দুর্গা প্রতিমা। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু এবং প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় আজও সেই মন্দিরে পুজো করতে পারেননি গ্রামের বাসিন্দারা। অথচ, গ্রামটিতে মসজিদ আছে, তাতে নিয়মিত আজানও দেওয়া হয় এবং নামাজ পড়েন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার রামপুরহাট মহকুমা শাসকের কাছে পুনরায় পুজোর অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালেন পুজো কমিটির সভাপতি চন্দন সাউ, মাধু পাল, পার্শ্ববর্তী গ্রামের ধ্রুব সাহারা। চন্দনবাবু বলেন, আমাদের গ্রামের কয়েকটি হাতে গোনা মুসলিম পরিবার রয়েছে। তারা কুরবানিতে গোহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। আমরা বলেছিলাম ধর্ম পালনে কোন বাধা নেই। তারা তো মসজিদে নিয়মিত ধর্ম পালন করছে। কোথাও তো বাধার সৃষ্টি করিনি। শুধু আমরা গোহত্যার বিরোধী। অথচ প্রশাসন শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের কথা শুনে আমাদের পুজোতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বার বার অনুমতি বাতিল করছে। তাই মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হলাম। রামপুরহাট মহকুমা শাসক উমাশঙ্কর এস-এর কাছে এ-বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, বিশেষ কাজে ব্যস্ত রয়েছি। অফিসে গিয়ে কাগজ দেখব। আইন খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। *(সৌজন্যে ঃ যুগশঙ্খ পত্রিকা)*

১৬ই আগস্ট 'গোপাল মুখার্জী স্মরণে' হিন্দু সংহতি-র মহামিছিলের কিছু মুহূর্ত

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686